ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 July, 2023 ■ আগরতলা ২৭ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১০ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে অনুমোদন স্পিকারের

সংসদে শান্তি ফিরছেই না, মণিপুর ইস্যুতে উত্তাল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) ।। সংসদে অচলাবস্থা জারি রয়েছে, মণিপুর ইস্যুতে বুধবারও সংসদের উভয়কক্ষে হইহট্টগোল করলেন কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। বিরোধীদের স্লোগান ও হইহট্টগোলের কারণে এদিনও শান্তি ফিরল না সংসদে। দফায় দফায় মুলতুবি হল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সংসদের উভয়কক্ষে বিবৃতি দিতে হবেই এই দাবিতেই অনড় বিরোধীরা।

বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হয়। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পর কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে আত্মবলিদান দেওয়া জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।এর পরই মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য সদনে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির দাবি করে বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন, এই স্লোগানের মধ্যেই লোকসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা ও পরে দুপুর দু''টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভাতেও স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা, তাই রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

এদিন সংসদে আসেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। সংসদ চত্বরে তিনি আম আদমি পার্টির সাসপেন্ডেড (রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড) সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। প্রসঙ্গত, সঞ্জয় সিং এবং কংগ্রেস সাংসদ রজনী পাটিলকে সংসদের বর্ষা অধিবেশনের বাকি অংশের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বুধবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, এই অনাস্থা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এনেছে বিরোধীদের ''ইন্ডিয়া'' জোট। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ।

এদিন দুপুরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেছেন, 'সমস্ত দলের নেতাদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনার জন্য সঠিক সময় জানানো হবে।' উল্লেখ্য, মণিপুর ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ২৬টি বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'। একই বিষয়ে আলাদা করে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-ও। 'ইন্ডিয়া'র হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। বিআরএসের হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন সাংসদ নামা নাগেশ্বর রাও।

বিরোধীদের এই অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'অনাস্থা প্রস্তাব আসুক, সরকার সব পরিস্থিতির জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সফরে এসে ভারত বাংলা ত্রিপুরা সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বিএসএফের পূর্বোত্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিজি সোনালী মিশ্র বৈঠক করলেন বাহিনীর আধিকারীকদের সাথে।

রাজ্য সফরে এলেন বিএসএফের এডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে রাজ্যে এসেছেন বিএসএফের পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহানির্দেশক সোনালী মিশ্র। গতকাল তিন দিনের সফরে তিনি রাজ্যে আসেন। বিএসএফ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, আজ শ্রীমতি মিশ্র বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এমপি গুপ্তের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এছাড়া পরিস্থিতি সরজমিনে দেখতে অতিরিক্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। বকেয়া বেতনের দাবিতে গোমতী জেলা হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন পরিশোধ করার হোক।

জনৈক সাফাই কর্মী জানিয়েছেন, বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে ৫১ জন সাফাইকর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু গত দুই মাস ধরে তাদের বেতন নিয়ে তালবাহানা করছেন ঠিকেদার। এবিষয়ে ঠিকেদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিক্রম হলেও তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। এর ফলে তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যায় পড়েছেন, জানান তিনি।

তাই বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে গোমতী জেলা হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা আজ কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন পরিশোধ করার হোক।

অনলাইন বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। অনলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের বিল পরিশোধ করার নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহারকারী (পি.এন.জি) ব্যবসায়ীরা। অনলাইন বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আজ লিচুবাগানস্থিত অল ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কমার্শিয়াল কনজিউমার্স এসোসিয়েশনের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

জনৈক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, টিএনজিসিএল—র পক্ষ থেকে প্রত্যেক মাসে ব্যবসায়ীদের কাগজের মাধ্যমে গ্যাসের বিল প্রদান করা হত।কিন্তু গত ১ সপ্তাহ পূর্বে টিএনজিসিএল—র পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এখন থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর অনলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের বিল পাঠানো হবে এবং অনলাইনে বিল পরিশোধ করতে হবে। পাশাপশি আরও জানিয়েছে, বিল পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে হবে, তা—না হলে ২ শতাংশ করে জরিমানা দিতে হবে।

তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যের ৮০ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অনলাইনে বিল পরিশোধ ও স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে জানেন না। তাছাড়া অনেকের কাছে দামি মোবাইলও নেই। তাই বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীরা আজ টিএনজিসিএল—র আধিকারিকের নিকট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় ৪০ লক্ষ টাকা সহ ধৃত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। মঙ্গলবার রাতে আমবাসা থানাধীন কাঠালবাড়ি মগপাড়া এলাকায় নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ আটক করেছে নগদ চল্লিশ লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে এই নগদ অর্থের পাশাপাশি তিনজনকে আটক করেছে। ধৃতদের নাম রাজিব হোসেন, বাড়ি তেলিয়ামুড়ায়, নয়ন দেবনাথ, বাড়ি তেলিয়ামুড়া রাজনগর এলাকায় ও আক্তার হোসেন বাড়ি তেলিয়ামুড়া রাজনগরেই।

পুলিশ তাদের আটক করে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে শিলচর, ধর্মনগর এবং কুমারঘাট থেকে ট্রান্সপোর্টের অর্থ আনতে যায় ধৃত তিনজন। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। পুলিশ বেআইনি টাকাগুলি আটক করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি পুলিশ টি আর ০৬ সি ০৫৪০ নম্বরের মারুতি গাড়িটি আটক করেছে। পুলিশের ধারণা তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সংবাদমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পন। সামাজিক পরিবর্তনে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি গণতন্ত্র রক্ষায় সংবাদমাধ্যম অতন্দ্র প্রহরী হিসেবেও কাজ করে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ৪ দিনব্যাপী মিডিয়া ওয়ার্কশপ কাম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী এই মিডিয়া ওয়ার্কশপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়ার সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে সংবাদমাধ্যম। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তা না হলে জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছাতে পারবে না। রাজ্য সরকারও সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শুরু থেকেই সংবাদপত্র বান্ধব। আর তা কথায় নয় কাজের মাধ্যমেই প্রতিফলন হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী দিনেও এই প্রচেষ্টা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থ নয়ছয়ের মামলায় গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ জুলাই।। মঙ্গলবার অফিস সেরে বাড়িতে যাওয়ার সময় রাজনগর ব্লকের রাঙ্গামুড়া ফাড়ির পুলিশ রাজনগর বাজার থেকে পুলিশ আর্থিক নয় ছয়ে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সচিবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে রাজনগর পিআরবাড়ি থানায়। অভিযুক্তের নাম ঝন্টু দাস। বর্তমানে রাজনগর পঞ্চায়েতের সচিব ।

ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪০৯ ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে আর্থিক নয়ছয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু দাসকে । আদালত অভিযুক্ত ঝন্টু দাসকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়ে আগস্টের আট তারিখ পুনরায় আদালতে তোলার নির্দেশ দেয়। আর্থিক নয়ছয়ের ঘটনার মামলা হয় গত ২০১৯ সালে। রাজনগর ব্লকের তৎকালীন সময়ের বিডিও এই মামলা দায়ের করে রাজনগর পিআরবাড়ি থানাতে।

যার মামলা নম্বর ৩৯/১৯। রাঙ্গামুড়া ফাড়িতে আশুতোষ শীল শর্মা ওসির দায়িত্ব পেয়ে আর্থিক নয়ছয়ের ঘটনার তদন্ত করতেই তথ্য প্রমাণ সহ উঠে আসে আর্থিক নয় ছয়ের ঘটনা। তথ্য প্রমাণ হাতে পেয়েই, রাঙ্গামুড়ার ফাড়ির ওসি আশুতোষ শীল শর্মা গ্রেফতার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীতে ভেঙে পড়ল উচ্চ ক্ষমতার বিদ্যুতের টাওয়ার, বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। মনু নদীতে ভেঙে পড়লো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতের টাওয়ার। তাতে বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের দাবি, কুমারঘাটের পূর্ব রাতাছড়ায় বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে পড়েছে। ওই টাওয়ার বিগত পাঁচ বছর যাবৎ নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তা বিদ্যুৎ দপ্তরকে বহুবার জানানো হয়েছিল। কিন্তু দপ্তর থেকে সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা নেয়নি।

প্রসঙ্গত, আজ দুপুর ১২টা নাগাদ বিদ্যুতের টাওয়ারটি ভেঙে মনু নদীতে পড়েছে। তাতে বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কলেজগুলিতে ভর্তি হতে পারেনি বহু ছাত্রছাত্রী, উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরায় কলেজগুলিতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগের দাবিতে রাজধানীর অফিস লেনস্থিত শিক্ষা ভবনে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে প্রদান করা হয়েছে।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া আজ থেকে সমস্ত কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, এবছর ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি হওয়ায় রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। তাই আজ অফিস লেনস্থিত শিক্ষা ভবনে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে প্রদান করা হয়েছে।সংগঠনের দাবি, অতিসত্বর বাকি ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হোক।

কাঁটাতারের বেড়া কেটে কৈলাসহরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। কৈলাসহর শহরে খোদ থানার নাকের ডগায় দু:সাহসিক চুরি সংগঠিত হয়। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীরা জানায় যে, গভীর রাতে কৈলাসহর পুর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ডের বৌলাপাশা এলাকায় বাংলাদেশের চোরের দল ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাটা তার কেটে বিপ্লব মালাকারের বাড়িতে ঢুকে একটি গরু এবং দুটো বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র আতংক বিরাজ করছে। এলাকা বাসীরা জানায় যে, মংগলবার রাত আনুমানিক তিনটা নাগাদ বাংলাদেশের তিনজনের এক চোরের দল ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাটা তার কেটে বৌলাপাশা এলাকায় প্রবেশ করে বিপ্লব মালাকারের বাড়িতে ঢুকার সময় পাশের বাড়ির ষাট বছরের ললিত নম দেখে ফেলে। সাথে সাথেই তিনজন চোরের মধ্যে একজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুর ইস্যুতে পূর্বোত্তরের বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর মন্তব্য তৃণমূলের মহিলা সাংসদের, নিন্দা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.)।। সংসদে আজ তৃণমূলের মহিলা সাংসদ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত বিজেপি সাংসদদের প্রতারক বলেছেন। সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাংসদদের নিয়ে অপর সাংসদের এমন মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মণিপুর ইস্যুতে সংসদে তৃণমূলের জনৈকা মহিলা সাংসদ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে দুটি অসংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এদিন সংসদের দাঁড়িয়ে ওই মহিলা সাংসদ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত সাংসদ বিক্রি হয়ে গেছেন এবং সকলকে প্রতারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংসদদের প্রতি এই মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিপ্লব।

তাঁর দাবি, বিরোধীরা মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাঁরা মণিপুর ইস্যুতে আলোচনার বদলে নোংরা রাজনীতি করছেন। তারই প্রতিবাদে সংসদে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদরা সরব হয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে ওই তৃণমুল সাংসদকে ক্ষমা চাইতে হবে।

টুয়েপ প্রকল্পে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবিতে পুর নিগমের কমিশনারকে ডেপুটেশন মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী দায়িত্ব পেয়ে সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আজই তাকে কংগ্রেসভবনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ মহিলা কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধিত হওয়ার পরেই সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এদিন জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আগরতলা পুর কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। তার নেতৃত্বে মিছিল করে আগরতলা সিটি সেন্টার পৌরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে যায় ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল পুরো কমিশনার ডঃ শৈলেশ যাদবের কাছে বিভিন্ন দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

দাবি গুলির মধ্যে ছিল টুয়েপের কাজের মধ্যে বৈষম্য দূর, করা জব কার্ড হোল্ডার দের নিয়মিত কাজ দেওয়া এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অভিযোগ করেন টুয়েফের কাজের মধ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। গরিব হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী মতাদর্শে থাকা লোকদের কাজ দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে পৃথক তিনটি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। রাতভর বিশালগড় মহকুমা জুড়ে যান সন্ত্রাস !মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় মহকুমায় পৃথক তিনটি যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন সাতজন। প্রথম ঘটনা, বিশালগড় রবীন্দ্রথাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের সামনে জাতীড় সড়কে। দাঁড়িয়ে থাকা রোলারে ধাক্কা দেয় পণ্যবাহী গাড়ি।

এতে গুরুতর আহত হন রাজু দাস ও নারায়ণ শুক্লদাস। তাদের বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে রেফার করা হয় জিবিপিতে। দমকল কর্মীরা গাড়ির দরজা কেটে বের করেন আহতদের। দ্বিতীয় ঘটনা, বিশালগড় দুই নং চন্দ্রনগর এলাকায়। বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন ঝুটন দাস। তাকেও বিশালগড় থেকে জিবিপি পাঠানো হয়। এদিকে, রাত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৮৪ ▫ ২৭ জুলাই ২০২৩ইং ▫১০ শ্রাবণ ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কার্গিল বিজয় দিবসে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি

২৪ বছর আগে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাস্ত করিয়াছিল ভারত। বুধবার লাদাখে 'বিজয় দিবসে'র অনুষ্ঠান থেকে নাম না করিয়া পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। জানাইয়া দিলেন, দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করিতে পিছপা হইবে না ভারত। এই বিষয়ে সেনাকে প্রস্তুত থাকিবার বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। পাশাপাশি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের উদাহরণ টানিয়া দেশের হইয়া লড়িবার ব্যাপারে সাধারণ নাগরিকদেরও প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন।এদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, "১৯৯৯ সালে পাকিস্তান পিছন থেকে ছুরি মারিয়াছিল। ভারতের উপর যুদ্ধ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি কুর্ণিশ জানাই দেশের সেই বীর সন্তান জওয়ানদের যাঁহারা দেশের জন্য বলিদান দিয়াছিলেন।পাশাপাশি রাজনাথ বলেন, দেশে যখনই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, তখন সাধারণ নাগরিকরা সেনাকে সমর্থন করিয়াছে। আমি তাহাদের বলিব, প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি সৈন্যদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন।এর পরেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, নিয়ন্ত্রণরেখায় বরাবার বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না ভারত। দেশের সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখায় দরকার হইলে নিয়ন্ত্রণরেখা ডিঙাইয়া উপযুক্ত জবাব দেওয়া হইবে।১৯৯৯ সালের ১৩ মে থেকে ২৬ জুলাই, অর্থাৎ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরিয়া চলে কার্গিল যুদ্ধ। পাকিস্তানের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুদ্ধে তাহাদের ৪০০ জন সেনা নিহত হন। আহতের সংখ্যা ৬৬৫। ৮ জন সেনা যুদ্ধবন্দি হন। অপরপক্ষে ভারতের ৫২৭ জন সেনা শহিদ
হইয়াছিলেন। আহত হইয়াছিলেন ১,৩৬৩ জন। যুদ্ধবন্দির সংখ্যা ৫। অথচ ওই বছরের শুরুতেই বহুদিন পরে ভারত-পাক সম্পর্ক ভিন্ন মাত্রা পাইয়াছিল। দিল্লি থেকে লাহোর পর্যন্ত 'সদা-এ-সরহদ' বাস পরিষেবা চালু হইয়াছিল। ওয়াঘা-আট্টারি সীমান্ত দিয়াও চলাচল করিত সেই বাস। এমনকী কার্গিল যুদ্ধের সময়েও চালু ছিল বাস পরিষেবা। ওই বাসে চাপিয়া লাহোর গিয়াছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপন। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরিফ। যদিও তৎকালীন উচ্চাকাঙ্খী পাক সেনপ্রধান ভেস্তে দেন যাবতীয় শান্তি প্রক্রিয়া।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১, ৩০৯টি স্টেশনের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকায়ন করবে রেল : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১, ৩০৯টি রেল স্টেশনের আপগ্রেডেশন ও আধুনিকায়ন করবে রেল। বুধবার সংসদে জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় লিখিত উত্তরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, সম্প্রতি দেশের রেল স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এই স্কিমটি ভবনের উন্নতি, শহরের উভয় পাশে স্টেশনকে একীভূত করা, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য মাল্টিমোডাল ইন্টিগ্রেশন এবং সুযোগ-সুবিধা এবং টেকসই এবং পরিবেশ-বান্ধব সমাধানের পরিকল্পনা করে।
এই প্রকল্পটি ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক, প্রয়োজন অনুসারে রুফ প্লাজা, পর্যায়ক্রমে এবং সম্ভাব্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদে স্টেশনে সিটি সেন্টার তৈরিরও ব্যবস্থা করে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ভারতীয় রেলওয়ে ৮২৪টি অপারেশনাল আউটলেট-সহ ৭৫৪টি স্টেশনে 'এক স্টেশন এক পণ্য' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বুধবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।
ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বুধবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।
প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

পুনর্নির্মিত আইটিপিও কমপ্লেক্স দেশকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী, অভিন্দন জানালেন শ্রমজীবীদের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): পুনর্নির্মিত আইটিপিও কমপ্লেক্স-এর শুভ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে নতুন দিল্লির নতুন আইটিপিও কমপ্লেক্সে হবন ও পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী তথা সম্মেলন কেন্দ্র দেশকে উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। পরে শ্রমজীবীদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রীর, তাঁদের অভিনন্দনও জানান।
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই অনুষ্ঠিত হবে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক। এই স্থানটি প্রগতি ময়দান কমপ্লেক্স নামেও পরিচিত, প্রায় ১২৩ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত স্থানটি। এটি ভারতের বৃহত্তম মিটিং, ইনসেনটিভ, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী গন্তব্য। জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠকের জন্য নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে নতুন আইটিপিও কমপ্লেক্সটি।

বিধানসভায় বিজেপির ওয়াক আউট

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : নারী নির্যাতন নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে না পেরে বিধানসভায় বিজেপির ওয়াক আউট। মণিপুরের বিষয় নিয়ে রোজই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিক্ষোভের জেরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সংসদে। এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে। তবে এখানে বিষয় নারী নির্যাতন।
বুধবার রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল বিজেপির তরফে নারী নির্যাতন নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চাওয়া হয়। প্রস্তাব পাঠ করতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুমতি চান বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। কিন্তু অধ্যক্ষ সেই অনুমতি দিতে রাজি হননি। ফলে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করেন। অধিবেশন কক্ষের বাইরে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তাঁরা।

শ্যামাপ্রসাদ বর্ণময় এক জীবন, হয়ত বিতর্কিতও তবে অসার সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ

শান্তনু রায়

১৯৫৩ সালের ২২শে জুন, রাত এগারোটা। স্থানীয় শ্রীনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের দোতলায় গাইনোকোলজিক্যাল ওয়ার্ডে মাধারি মাপের একটি ঘর। সে ঘরের একটি বেডে শুয়ে আছেন হৃদরোগে আক্রান্ত এক শালপ্রাংশু প্রৌঢ় বন্দি-মৃত্যুর সঙ্গে চলছে লড়াই। তাকে দেওয়া হয়েছিল স্ট্রেপসোমাইসিন জাতীয় ওষুধ বা তার সহ্য হত না, পারিবারিক চিকিৎসকের নিষেধ সত্বেও। অসহ্য যন্ত্রণায় রাত আড়াইটায় মারা গেলেন প্রায় বিনা চিকিৎসায়।
মাত্র বাহান্ন বছরে এভাবে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ইতি ঘটল যে বর্ণময় জীবনের তিনি আর কেউ নন-ত বাংলার বাঘ আশুতোষ-পুত্র, লন্ডনের লিঙ্কন ইন এর বার-এট-ল, একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য এবং কিছুদিন আগে দেশের বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের মন্ত্রিত্ব থেকে পণ্ডিত নেহরুর কাশ্মীর নীতি ও নেহর-লিয়াকত আলি চুক্তির প্রতিবাদে পদত্যাগী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরদিন ২৩শে জুন সকাল হতে না হতেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে স্তম্ভিত সমগ্র দেশকে শোকে মুহ্যমান করে তুলল- সন্দিহানও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। মরদের সেদিনই. বিমানযোগে কলকাতায় আনা হচ্ছে জেনে সেদিন যেন সব পথ এসে মিশেছিল দমদম বিমানবন্দরের পথে। পায়ে পায়ে অগুণতি কালো মাথা আর উদ্বিগ্ন ব্যাকুল ক্ষুব্ধ মুখের অধীর আগ্রহে জমায়েত বিমানবন্দরের সামনে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মরদেহবাহী বিশেষ বিমান রাত ন'টা নাগাদ দমদমে এসে অবতরণ করলে অগণিত জনতা যে কীভাবে শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে তার বিবরণ পাওয়া যায় তার পরের দিন এক বাংলা দৈনিকে এভাবেত্ত গভীর শোকের অন্তর্দাহে মুহ্যমান লক্ষ লক্ষ নরনারীর দীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষান্তে রাত্রি ৮-৫৫ মিনিটে ভারতের তেজোদৃপ্ত নেতৃত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ একখানি বিশেষ বিমানযোগে দমদম বিমানর্থাটিতে উপনীত হইলে বিপুল জনারণ্যে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিদ্রোহী বাংলার ঐতিহাবাহক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর নেতার জন্মভূমি হইতে বহুদূরে কাশ্মীরে নির্বাসনকালে মৃত্যু হইয়াছে এই দুঃসহ অনুভূতি বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত জনসমুদ্রকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তোলে।
বন্দি অবস্থায় এভাবে মৃত্যুর রহস্যজনক ঘটনায় অনেক মনেই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, মা যোগমায়া দেবীরও। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার পণ্ডিতজির কঠিন হৃদয় অবিচলিত একদা আর্তিতেও- ন্যায়বিচারের চেয়ে হয়ত বন্ধুকৃত্য ছিল যে জরুরি! আজও কুয়াশা ঢাকা সে মৃত্যুরহস্য।
প্রসঙ্গত নেহরুর চাপেই বাধ্য রাজা হরি সিং নেহরু-সখা কারারুদ্ধ শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি বসেই স্বরূপ ধরলেন। "সীমিত ক্ষমতায়ই তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণে ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকাই জাতীয় পতাকার মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে জম্মুর একটি কলেজের ছাত্ররা ন্যাশনাল কনফারেন্সের তাদেরকে চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করা হয়। প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট শুরু হল- ক্রমে সেই ধর্মঘট গণআন্দোলন পর্যবসিত হল। এদিকে শেখ আবদুল্লা প্রচার করতে থাকেন ভারত সরকার অযথা কাশ্মীরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা চাইলেন; অজুহাত দেখালেন কাশ্মীরি মুসলমানদের তুষ্ট না রাখলে আসন্ন গণভোটের সময় তারা বিগড়ে যেতে পারে। এইভাবে নেহরুকে ব্ল্যাকমেল করে শেখ আবদুল্লা প্রচার করতে থাকেন ভারত সরকার অযথা কাশ্মীরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবি করলেন নিজের স্বার্থে, যদিও রের ভারতভুক্তির সময় এরকম কোনও শর্ত ছিল না। নেহরু এই ব্ল্যাকমেল হজম করে নিলেনজম্মু-কাশ্মীরের জন্য তৈরি হল ভারতীয় জন্য তৈরি হল ভারতীয় সংবিধানর বিশেষ ধারা- ৩৭০। মন্ত্রী হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে না পারলেও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে হওয়া জুলাইচুক্তি লোকসভায় পেশ হলে শ্যামাপ্রসাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন- শেখ আবদুল্লা ভারতীয় সংবিধানের অংশীদার কিনা ও ৪৯৭টি রাজ্য নিয়ে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই সংবিধান যদি কল্যাণকর হয় তাহলে তা কাশ্মীরের পক্ষে কল্যাণকর হবে না কেন? হয়ত এ প্রশ্ন দেশবাসীরও ছিল। বলা বাহুল্য নেহরু এ প্রশ্নে নিরুত্তর থাকেন।
প্রসঙ্গত জওহরলালকে লেখা ৯/১১/৫৩ তারিখের পত্রেও শ্যামাপ্রসাদ এ বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছিলেনত :... আপনি স্মরণ করবেন সংবিধানের এই ধারাটি(৩৭০) স্বনমেয়াদী এবং শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার, যিনি এই স্পষ্টত এরকম কথা বলেছিলেন। এটা সকলেরই আশা আকাঙক্ষা যে জম্মু ও কাশ্মীর শেষ পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্যের মতোই ভারতভুক্ত হয়ে যাবে। যে গণপরিষদ ভারতের সংবিধান রচনা করেছে, শেখ আবদুল্লা ও তার কয়েকজন সহযোগী সেইত্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। সুতরাং তারা যদি এখন এই দাবি করেন যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য স্বততত ব্যবস্থা থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে ভারতভুক্তি হবে শিথিল ধরনের তাহলে দায়িত্বটা তাদের উপারেই ন্যস্ত হচ্ছে'। শেষ পর্যন্ত মে মাসে ৩৭০ ধারা রদের দাবিতে জম্মুতে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলে তাঁর স্থান হয় শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে।
যদিও পরবর্তীকালে শেখ আবদুল্লার আচরণ এমন পর্যায়ে গিয়েছিল এসময় যে বন্ধু নেহরুও তাকে আটক না করে পারেননি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে। তারপর ঝিলম দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে।
একথা ঠিক যে শ্যামাপ্রসাদ তর স্বককালীন প্রেক্ষিতে হিন্দুমহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন আবার সে দল থেকে পদত্যাগ করে পরে জনসংঘ দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু অধুনা বিশেষ একটি দলের রাজনীতির প্রতি বীতরাগে প্রায়শ তাকে সাভারকরের হিন্দুমহাসভায় যোগ দেওয়া শ্যামাপ্রসাদ বা হিন্দুমহাসভার নেতা ও জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই উল্লেখ করা হলেও এটা যে তার একমাত্র পরিচয় নয় তা অনুক্ত থেকে যায় অথবা অপ্রিয় সত্য উচ্চারণে বিমুখতায় কিংবা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক ভাবনার সুবিধার্থে তাঁর ভাবমূর্তিকে লঘু অপ্রাসঙ্গিক ও প্রান্তিক করার প্রয়াসে। আসলে সুভাসচন্দ্র পরবর্তী বাংলার এই জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্ণময় এবং অবশ্যই বিতর্কিত। আইসিএস অশোক মিত্র তার 'তিন কুড়ি দশ' গ্রন্থে লিখেছেন- 'পঞ্চাশের দশকে পার্লামেন্টে বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জওহরলাল নেহরু এবং গোবন্দবনভ পন্থের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়... ওঁদের মধ্যে আবার বাগিতা ও ব্যক্তিত্বে আমি শ্যামাপ্রসাদকে সর্বোচ্চ স্থান দেব, এমনকী সময়ে সময়ে তিনি জওহরলালকেও অতিক্রম করতেন। শারীরিক দৈর্ঘপ্রস্থে, সুগম্ভীর সুরেলা গলা, গম্বুজের মতো উঁচু কপাল, দুটি চোখের তীক্ষ দৃষ্টি, সব মিলিয়ে দর্শকের সমীহ আদায় করতেন দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গিতে। সে সময় নেহরুজির চোখে চোখ রেখে নিভীকভাবে কথা বলার বিরল সাহস ও. প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় একাধিকবার দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।
ক্ষমতা হস্তান্তরও ভাগবাঁটোয়ারায় প্রাপ্ত সদ্যস্বাধীন এদেশের রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় জয়ী হওয়া ক্ষমতাসীন কর্ণধারের দলটিই এদেশে অধিককাল ক্ষমতার কুর্সিতে আসীন এবং দলের রাশও বরাবর তার পরিবারের হাতে থাকায় শ্যামাপ্রসাদের ইতিহাস যে পেছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হবে এতে আর আশ্চর্যের কী! ইদানিং কোনও কোনও নেহরুস্তাবকের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি নেহরুজির উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টন্তস্বরূপ উদ্দেশ্য প্রাণোদিতভাবে উল্লেখ করা হয় কলকাতা ময়দানে বিশেষ অনু,ঠানে গৌতম বুদ্ধের দুই শিষ্যের অস্থি শ্যামাপ্রসাদেরই উদ্যোগে। বাস্তবে পিতা আশুতোষের মতো, ১৯৪২ থেকে আমৃত্যু মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগেই লন্ডনের মিউজিয়াম থেকে সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়নের অস্থি প্রদেশে পৌঁছয় ১৩ তারিখে এবং পরিদন ময়দানে রাজভবন থেকে মিছিল করে ময়দানে পৌঁছন অস্থিকলস সহ রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রদ্ধার পরম্পরায় খালি পায়ে ক্যাবিনেটমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ এবং সেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সামনে পবিত্র অস্থিপূর্ণ স্বর্ণকলস গ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ সোসাইটির সভাপতি হিসেবে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে খালিপায়ে মাথায় করে সেই স্বর্ণকলস বহন করেন শ্রদ্ধার পরম্পরায়, দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ ঘটনাতে তো শ্যামাপ্রসাদের উদারহৃদয় ও বহুত্ববাদী এবং মানবতাবাদী রূপটিই প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত বৌদ্ধ অধ্যুষিত তৎকালীন ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়নমার) আবেদনে ওই পুস্ত দেহাবশেষের একাংশ 'স্থায়ীঋণ' হিসাবে সে দেশকে দিতে শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগেই সম্মত হয় ভারত সরকার। এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন। 'The whole of the Buddhist World ,I am sure, would join me in saying 'sadhu! Sadhu! Sadhu! for the noble gesture and meritorious dees of your goodself and the Mahabodhi Society of India'.
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও তিনি পালি ভাষা প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত তেত্রিশ বছরে উপাচার্য পদে আসীন তরুণ শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে দুটি গান সৃজন এবং পরে ১৯৩৭-এ প্রথম বাংলায় দীক্ষাপ্ত ভাষণ। উল্লেখ্য হাসান শহিদ সুরাবদীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করে উপাচার্য ও নির্বাচনী সমিতির একজন সদস্য হিসাবে শ্যামাপ্রসাদের মন্তব্য এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে এবং উপাযার্য ডা. হাসান সুরাবদীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা তাঁর উদার হৃদয়েরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনিই উপাচার্য হিসেবে কলকাতা ইতিহাস ও সংস্কৃতি পঠনপাঠন ও চর্চার পত্তন করেছিলেন এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক শিক্ষাবিদদের নিয়ে এসে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। উদ্দেশাপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদাযিক অভিধাপ্রাপ্ত এ মানুষটির অকৃপণ সহায়তাই রক্ষা করেছিল গুরুতর অসুস্থ কাজী নজরুলের জীবন। তারই উদ্যেগে চিকিৎসায় কবি একটু সুস্থ হলে তাকে স্বাস্থ্য উদ্ধারে মধুপুরে পাঠানো এবং অর্থসাহায্যেও কবির পাশে তিনি। ১৯৪২-এর জুলাইয়ে মধুপুর থেকে এক দীর্ঘ ও আবেগমথিত পত্রে নজরুল এবিধ ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন "আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হত।... আমি জানি আমরাই ভারতবর্কে পূর্ণ স্বাধীন করব- সেদিন বাঙালির আপনাকে এবং সুভাষ বসুকে সকলের আগে মনে পড়বে-- আপনারাই হবেন এ দেশের সত্যকার নায়ক।.. আমার আনন্দিত প্রণাম- পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন।"
এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং তাদের ভবিষ্যত হয়েছিলেন বলে তাকে সাম্প্রদায়িক অপবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলার এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা ফজলুল হক এবং আবুল মনসুর বঙ্গবিভাগের সময় বিতর্কে তারা বিরোধী হলেও ব্যক্তিগত আলোচনায় স্বীকার করতেন যে হিন্দু মহাসভা করলেও তার মতো চেয়েও উদার ছিলেন তিনি। তাকে সাম্প্রদায়িক অপবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনও ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না। বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণণ একবার তার সম্পর্কে বলেছিলেন His religion was not of narrow kind.He was catholic in his sympathies and broad-minded in his outlook. ১৯৩৭-এ ইচ্ছুক ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে বাংলায় জোট সরকার গঠনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অরাজি হওয়া নিছক রাজনৈতিক নিবুদ্ধিতা না অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত কৌশল তা নিয়ে গবেষণা হতেই পারে, তবে এতে সদ্যনির্বাচিত শ্যামাপ্রসাদের কোনও ভূমিকা ছিল এমন তথ্য কিন্তু এযাবৎ পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্র বসুর তৎকালীন ব্যক্তিগত সচিব ও বিশিষ্ট লেখক শ্রদ্ধেয় নীরদচন্দ চৌধুরীর মতে '১৯৩৭-এ সরকার গঠন না করে শরৎ বসুও অদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।" হয়ত সেদিন কৃষক প্রজাপাটির সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গড়লে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি অন্যখাতে বইত।
বরাবর দেশভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৬-এর ক্যালকাটা কিলিং-এর পরও আইনসভায় ভাষণে বলেছেন... আজকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই নির্বোধ এবং অসত্য ধারণা- যার নাম পাকিস্তান তাকে মাথা থেকে চিরতরে নির্বাসিত করা। বাংলায় আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে। তবু যখন তিনি দেখলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবশাস্তাবী এবং সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্ত চলছে। তখন তিনি বাংলাভাগেরও দাবি করলেন এবং এ দাবি সফল করতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন, কারণ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এ ব্যাপারে বিশেষ হেলদোল ছিল না, আর ভাবাবেগে আগুত শরৎচন্দ্র বসু বা অদূরদর্শী কিরণশঙ্কর রায়ের পক্ষে স্বাধীন চক্রান্ত প্রতিহত করা সম্ভব হত না বলে তিনি মনে করেছিলেন। উল্লেখ্য শ্যামাপ্রসাদের এই প্রয়াসের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসবিদরা, ভাষাতাতক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টজনেরা এবং প্রাথমিক দোদুল্যমানতামুক্ত কংগ্রেস দলও। এরপর ১৯৪৭-এর ২০শে জুন তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভায় সংখ্যাধিক্যে পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব, ফলস্বরূপ বঙ্গবিভাগ-ভারত ইউনিয়নের অন্যতম হল অবিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম অংশ নতুন রাজ্য পশ্চিবমঙ্গ নামে। প্রসঙ্গত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ও বিপ্লবী অনিল রায় এবং তাঁদের অনুগামী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী সমর গুহও এবং আরো অনেকে যীরা দেশভাগ ও বাংলাভাগেরও বিরোধী ছিলেন আপ্রাণ চেষ্টা করেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। নৃশংস ও কদর্য অত্যাচারের শিকার হয়ে অসুস্থ কৃষকনেত্রী শ্রীমতী ইলা মিত্র মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে পেরে প্রাণে বেঁচে যান। যেমন সাজ্জাদ জাহীরের মতো কমিউনিস্ট পার্টি নেতা যিনি পাকিস্তান প্রস্তাবে তাত্বিক সমর্থন জুগিয়েছিলেন তিনিও সেখানে বেশিদিন টিকতে পারেননি; অচিরেই পাকিস্তান আসতে হয় সেই ভারতেই। একশ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ খুব স্বাভাবিকভাবেই এবিধ ঘটনাবলী আজ বিস্মৃত হবেন বইকী! আর আজকের প্রজন্মের অনেকেরই তো জানাই নেই সেসব ঘটনা।
নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির যে অসারতার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ (অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র নিয়োগীরও) তার সে পূর্বানুমান যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানের তথকান বৌয মত, যোগেশচন্দ্র মণ্ডলের প্রাণভয়ে এদেশে পালিয়ে এসে প্রেরিত পদত্যাগপত্রের বক্তব্যে ও ঘটনাপ্রবাহে। ইদানিং বিভিন্ন আলোচনায় একদিকে বাংলাভাগের জন্য অসঙ্গতভাবে নিন্দিত হন শ্যামাপ্রসাদ, কিন্তু দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগের ফলেই যে বাংলাভাগ অবশাবী হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু বাঙালির নিশ্চিহ্ন হবার পরিস্থিতিতে প্রাণের দায়ে আশ্রয় নেবার অন্তত একটি নিরাপদস্থল হয়ে উঠেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ এ কঠিন বাস্তবতা অস্বস্তিকর ঠেকলেও সত্য। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক দল বিশেষের কোনও সুবিধা হয়ে যাবে এই অজুহাতে ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা, হাজার অপ্রিয় অস্বস্তিকর হলেও, অস্বীকার করে ভবিষ্যষ্টা মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সর্বাংশে সহমত না হলেও, স্বীকৃতিদানে পরাম্মুখ হলে তা কেবল সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় হবে না, অনৈতিকও বটে। এই বর্ণময় মানুষটির ১২৩ তম জন্মদিন ছিল ৬ জুলাই।
(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> বরাবর দেশভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪

গোলাঘাট ট্রিপল মার্ডার : ফাস্টট্র্যাক আদলতে বিচার, অভিযুক্তকে ফাঁসির আবেদন জানাবে সরকার

গোলাঘাট (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : গোলাঘাটে সংগঠিত ট্রিপল মার্ডার মামলার বিচার হবে ফাস্টট্র্যাক আদলতে, অভিযুক্তের যাতে ফাঁসি হয়, তার জন্য আবেদন জানাবে সরকার, আজ বুধবার ভুক্তভোগী জীবিত একমাত্র মেয়ের বাড়িতে গিয়ে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ সকালে গোলাঘাটের বিধায়ক তথা অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, সরুপথারের বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, খুমটাইয়ের বিধায়ক মৃণাল শইকিয়াদের সঙ্গে নিয়ে ট্রিপল খুনের ঘটনায় শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে জঘন্য অপরাধে জড়িত অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। তিনি নিহতদের আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ভুক্তভোগী পরিবারকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং গোটা ঘটনার যথাযথ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমের গোলাঘাট জেলায় এক ভয়ঙ্কর ত্রিমুখী খুনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। গত সোমবার ২৪ জুলাই বিকেলে গোলাঘাটের হিন্দি স্কুল রোডে ২৫ বছর বয়সি নজিবুর রহমান বরা তার তথাকথিত স্ত্রী সংঘমিত্রা ঘোষ, শ্বশুর সঞ্জীব ঘোষ এবং শাশুড়ি জুনু ঘোষকে ধারালো দা দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছিল। ওই দিনই খুনি নজিবুর তার আট বছরের পুত্র-সন্তানকে নিয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু বিকেলের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে গোলাঘাট সদর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে খুনি।

পুলিশ সুপার পুশকিন জৈন সেদিন সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, অভিযুক্ত নাকি ত্রিমুখী খুনের কথা নিজের মুখে স্বীকার করেছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে দশদিনের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

একটা কোভিড লকডাউন-প্রেমের কাহিনি ভয়ঙ্কর ট্রিপল মার্ডারের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। ২০২০ সাল, গোটা দেশ যখন কোভিড লকডাউনে অচল, তখন ফেসবুকের মাধ্যমে নজিবুর ও সংঘমিত্রার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রেমে রূপান্তরিত হয়। সংঘমিত্রার ছোট বোন অঙ্কিতা ঘোষ বলেছে, নজিবুর রহমান নিজেকে হিন্দু, রিমন বরা নামে পরিচয় দিয়ে তার দিদিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছিল। ওই বছরের (২০২০) অক্টোবর, দুর্গাপুজোর সময় দিদি সংঘমিত্রা বিউটি পার্লার থেকে আসার পথে তাঁকে অপহরণ করে নজিবুল। দিদিকে নিয়ে সে কলকাতায় পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে ড্রাগসের ইঞ্জেকশন পুশ করে। ইতিমধ্যে সে দিদিকে বিয়েও করে। ইত্যবসরে দিদির শরীরে ঘন ঘন ড্রাগস পুশ করে তাকে মাদকাসক্ত করে ফেলে অভিযুক্ত নজিবুর।

পুলিশ সুপার জৈন জানান, ২৫ বছর বয়সি নজিবুর একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। গোলাঘাটের কুমারপট্টির প্রয়াত খেলিলুর রহমানের ছেলে নজিবুর কলকাতার সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে ২০২১ সালে বিই পাশ করেছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তিনি খুনের শিকার পিতৃ-মাতৃ ও বোন-হারা অঙ্কিতার বক্তব্য স্বীকার করে জানান, সংঘমিত্রাকে বিয়ের পর নানা কারণে তাকে মারধর করত নজিবুর। নজিবুরের পরিবারের সদস্যরাও তাকে শারীরিক নির্যাতন করত। অসহনীয় নির্যাতন এবং প্রাণ রক্ষার খাতিরে গত ২০২১ সালে কোলের শিশুকে নিয়ে কলকাতা থেকে সংঘমিত্রা পালিয়ে গোলাঘাটে (অসম) তার বাড়ি চলে আসে। এসে তাঁকে শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত এক এফআইআর দায়ের করে। এফআইআর-এর ভিত্তিতে নজিবুরকে পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতের নির্দেশে সংশোধনাগারে পাঠায়। কিছুদিন আগে সে জামিনে মুক্ত হয়ে সম্ভবত প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এ কাণ্ড সংগঠিত করেছে, বলেন পুলিশ সুপার।

এদিকে আজ মা-বাবা-দিদি হারানো বোন ও আত্মীয়দের সঙ্গে তাদের ঘরে গিয়ে দেখা করে বাইরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'ঘটনাটি আসলে পৃথক ধরনের। এ সম্পর্কে পুলিশ সুপার এবং ডিআইজির সঙ্গে কথা হয়েছে। মৃত সংঘমিত্রার বোন (জীবিত) অঙ্কিতাকেও অভিযুক্ত নজিবুর মারধর করেছে। এ ঘটনা জানিয়ে আমাকে নাকি সে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। আমি সাধারণত প্রায় সব চিঠি পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি তার চিঠি পাইনি।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনার জন্য লকডাউন থাকায় পরিস্থিতি তখন ভিন্ন ছিল। এই জন্য সম্ভবত আমি চিঠিটি মিস করেছি, না-হলে আমি এসপিকে চিঠিটি পাঠিয়ে দিতাম।' বলেন, 'নজিবুরের ভাই এবং মা ও ভাইও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা, তা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। পুলিশ আন্তরিকতার সঙ্গে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে। তবে আমি মনে করি নজিবুর যে স্বীকারোক্তির দিয়েছে বা দিচ্ছে, তার বাইরে গিয়ে তদন্ত করা দরকার পুলিশের। কেননা, ঘটনার সঙ্গে আরও জড়িত থাকার সম্ভাবনা থাকতেও পারে। তার (নজিবুর) আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সম্পর্কিত লোকজন, সবাইকে তদন্তের আওতায় আনা উচিত। গোটা ঘটনার সঙ্গে ড্রাগস চক্র জড়িত আমি নিশ্চিত।'

ড. শর্মা আরও বলেন, 'নজিবুর সংঘমিত্রাকে কলকাতায় নিয়ে কাজির মাধ্যমে বিয়ে করেছে। এটা অবৈধ। একজন হিন্দু মহিলা বা যুবতীকে এভাবে বিয়ে করানো যায় না। প্রথমে মেয়েটিকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হবে, তার পর বিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা হয়নি। তাই এ বিষয়েও তদন্ত হবে।'

তিনি বলেন, 'প্রথম সে ফেসবুকে রিমন বরা বলে হিন্দু নামে পরিচয় দিয়েছিল। প্রথমবার কলকাতায় পালিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে (সংঘমিত্রা) ইনজেক্টেবল ড্রাগস পুশ করে সে। ছেলেটি নিজেও ড্রাগস নিত এবং ড্রাগস কারবারের সঙ্গেও সে জড়িত ছিল বলে কিছু খবর আমি পেয়েছি। সেভাবেই মেয়েটিকে বশ করেই হোক, কিংবা অন্য কোনওভাবে হোক, একসময় অন্তঃসত্ত্বা হয়। একটি সন্তানের মা-ও হয়েছিল সংঘমিত্রা। পরে যখন মেয়েটি নজিবুলের বাড়িতে থাকতে গিয়েছিল, তখন তার ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি আবার গহপুরে তার মা-বাবার কাছে সন্তানকে নিয়ে চলে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটি গিয়ে ডিজিপির সঙ্গে ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ট্রিপল মার্ডার ঘটনার বিচার ফাস্টট্র্যাক আদালতে করা এবং অভিযুক্তের যাতে ফাঁসির সাজা হয়, সেজন্য সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি রাজ্যের পুলিশ-প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন, সাতদিনের মধ্যে যেন মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়।

এদিকে, গোলঘাট থেকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং টুইট করেছেন, 'স্যার, নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। আমরা অপরাধী এবং প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে ফুল প্রুফ চার্জশিট নিশ্চিত করব। আগের মামলাগুলির তদন্তে যে ত্রুটি ছিল, পূর্ববর্তী তদন্তের বৈধতা এবং তাদের বিয়ের সার্টিফিকেটে বৈধতাও পরীক্ষা করা হবে।'

মধ্যরাতে জেরা প্রসঙ্গে প্রতিবাদ এপিডিআর-এর

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : মানিক ভট্টাচার্যকে জেলে গিয়ে মধ্যরাতে জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে প্রতিবাদ জানাল এপিডিআর।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, গতকাল প্রেসিডেন্সি জেলে মধ্যরাত পর্যন্ত মানিক ভট্টাচার্যকে সিবিআইয়ের জেরা করার মাধ্যমে মানিক ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে মনে করি আমরা।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারা অনুযায়ী বিশ্রাম ও ঘুমের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের সুস্পস্ট নির্দেশও আছে। জেলবন্দিরাও তার বাইরে নয়।

শুধু তাই নয় এই ঘটনার মাধ্যমে জেল কোডও লঙ্ঘন করা হয়েছে। জেল কোড অনুযায়ী সূর্য্যাস্তের আগে সমস্ত বন্দিকে লকআপ হতে হয়। রাতের খাবারও লকআপের আগে দিয়ে দেওয়া হয় বা সেলে পৌঁছে দেওয়া হয়। বন্দিকে রাতে কোন ভাবেই সেল বা ওয়ার্ড থেকে বের করা হয়না। এক্ষেত্রে সবই লংঘন করা হয়েছে।

আমাদের মানিক ভট্টাচার্য্যের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। আমরাও তার দৃস্টান্তমূলক সাজা চাই। কিন্তু বন্দি হিসাবে তাঁর ও অন্যান্য বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধেই কেবল আমাদের বক্তব্য। আমাদের আরও বক্তব্য, এই ঘটনায় বিচারপতি যেন বন্দিদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্য তদন্তকারি সংস্থার অফিসারদের উস্কে দিতে চেয়েছেন। মধ্যরাতের পরে ফের সকালে জেরা করার নির্দেশ! মধ্যরাতে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে? এত নাটকীয়তা কেন? এটা প্রত্যাশিত ছিল না।

সাম্প্রতিককালে রাজ্য সরকারও নানাভাবে বন্দিদের অধিকার হরণ করছে। বন্দিরা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি তার বিরুদ্ধে আদালতে যায় বিচার চাইতে। এখন আদালতও যদি বন্দিদের অধিকার হরণ করে তবে বন্দি বা বন্দি পরিবারগুলি কার কাছে যাবে! মানিক ভট্টাচার্য্যের উদাহরণ দিয়ে পরে এভাবে বন্দি নিপীড়নটাই রীতি হয়ে যাবে।

মাননীয় বিচারপতি আদেশ দেওয়ার সময় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটাও মাথায় রাখবেন এটাই প্রত্যাশা। নাহলে এটা ক্ষমতার অপব্যবহার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

জুটা-র পক্ষ থেকে স্মারকলিপি

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা)র পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক অমিতাভ দত্ত ও অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রায় ২০০ জন্য শিক্ষক এতে যোগ দেন।

স্মারকলিপিতে লেখা হরেছে, "আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে জরুরি ভিত্তিতে আচার্য্যের উত্তরাধিকার আনানো, স্থায়ী ডিন এর ব্যবস্থা করার জন্য বলেছি। আমরা দাবী জানিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনি ইসি, কোর্ট, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি ও কর্মসমিতিতে পাশ হওয়া পরিবর্তিত স্ট্যাটুট চালু করতে হবে, না হলে আমরা আমাদের নির্ধারিত কাজের বাইরে আর কোনও কাজ করবো না এবং দরকার হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেবো।

আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন কুযুক্তি দিয়ে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে শিক্ষকরা তাদের দাবী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে না পারেন। কেউ কেউ কিছু বৈঠকের দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দের পেনশন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমরা বলেছি যদি একজন শিক্ষকেরও এই সুবিধা বন্ধ করা হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের স্ট্যাটাস সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার এর অফিসিয়াল নোটিফিকেশন বের করার দাবি জানানো হয়েছে। সায়েন্স ও আর্টস ফ্যাকাল্টি তে ৪ বছরের নুতন পাঠক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিকাঠামোর দাবী জানানো হয়েছে।

বিবস্ত্র করেই মারধর করা হয়েছে আমাকে, অভিযোগ শিলিগুড়ির 'নির্যাতিতা'-র

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই (হি. স.) : তাঁকে মারধর করা হয়েছে বিবস্ত্র করে। বুধবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী (সমতল) পাপিয়া ঘোষকে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ির অভিযোগকারিণী। বুধবার ওই অভিযোগকারিণীর বাড়িতে যান পাপিয়া। অভিযোগকারিণীর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পাপিয়া। তবে শিলিগুড়ির ঘটনাকে সামনে রেখে আক্রমণ শানাচ্ছে বিজেপি। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ওই কাণ্ডে 'বিবস্ত্র করা'র বিষয়টি এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি। বুধবার শিলিগুড়ির ওই অভিযোগকারিণীর বাড়িতে যান পাপিয়া। তাঁকে ওই মহিলা বলেন, "ওরা মারধর করতে অথবা ধর্ষণ করার জন্য আমাকে মিটিংয়ে ডেকেছিল। ওখানে যেতেই আমার উপর আক্রমণ হয়। শুধু মহিলারা নন, পুরুষেরাও মিটিংয়ে ছিলেন। পঞ্চায়েত সদস্যও সেই সময়ে ছিলেন। আমার কাপড় পুরো ছিঁড়ে দিয়েছে। তারপর আমাকে গামছা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। আমি একা থাকি বলেই আমার সঙ্গে এমন হল!"

মহিলার আরও বক্তব্য, "এখন আমি প্রচণ্ড ভয়ে আছি। আমার দু'টি শিশুকে স্কুলে পাঠাতে ভয় লাগছে। ওরা হুমকি দিচ্ছে। আমি বিচার চাই। আমি দু'টি বিয়ে করতে পারি। তা বলে এমন করবে? আমি এর বিচার চাই।"

ওই মহিলার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন পাপিয়া। অভিযোগকারিণীর উদ্দেশে তিনি বলেন, "এটা রাজনীতির বিষয় নয়, অন্য ঘটনা। আপনি কারও কথায় কান না। আপনি যাতে বিচার পান সেই চেষ্টাই হচ্ছে। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। কিচ্ছু হবে না। কেউ যদি এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চায় তা হলে তা করতে দেবেন না।"

তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনাগুলিকে সামনে এনে মানুষের নজর মণিপুরকাণ্ডের থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। স্থানীয় নেতৃত্বকে ওই মহিলার পাশে থাকার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

সিমলার রামপুরে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, ভেসে গেছে গবাদি পশু

সিমলা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে বর্ষার ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধস, বন্যা ও মেঘ ভাঙার ঘটনা ঘটছে। সিমলার একটি গ্রামে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জলের প্রবল স্রোতে অনেক পশুপাখি ভেসে গেছে এবং অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে সিমলা জেলার রামপুর মহকুমার সরপাড়া পঞ্চায়েতের কান্দাহার গ্রামে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বন্যায় পাঁচটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহিলা মণ্ডল ও যুব মণ্ডলের ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও এ ঘটনায় প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। মানুষ যথাসময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বন্যায় গ্রামের অনেক গৃহপালিত পশু ভেসে গেছে। একই সঙ্গে অর্ধশতাধিক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাড়িতে বন্যার জল ঢুকেছে।

পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বন্যায় প্রায় ২০টি ভেড়া-ছাগল ও সাতটি গরু ভেসে গেছে। বন্যায় সুরেন্দ্র কুমার, বিজয় নন্দ, নরেন্দ্র, মোহন ও সঙ্গত রামের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রামপুরের এসডিএম নীরজ তোমর জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। গৃহহীনদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ঘটনায় কোনোও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানান তিনি।

এদিকে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দুইদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এ সময় মানুষ ও পর্যটকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অপ্রয়োজনীয় যাত্রা না করার জন্য জনগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। সিমলার আবহাওয়া কেন্দ্রের পরিচালক সুরেন্দ্র পাল বলেছেন, কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ২৭ এবং ২৮ জুলাই হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই কারণে ভূমিধস, নদী-নালার জল বৃদ্ধি এবং আকস্মিক বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে রাজধানী সিমলা ও আশপাশের এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে ভূমিধসের কারণে ৬০০ টিরও বেশি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এছাড়া অনেক স্থানে ট্রান্সফরমার ও পানীয় জলের স্কিম ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। ২৪ জুন বর্ষা রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। বর্ষার মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৬০৬ টি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। ৫৩৬৩টি ঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২৩৬টি দোকান, ১৬৪৮টি গোয়ালঘর এবং ৯১টি সেতু ভেঙে পড়েছে। বর্ষার মৌসুমে দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ভূমিধস ও বন্যায় ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, বর্ষার মৌসুমে বিভিন্ন সরকারি দফতরে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বৃষ্টি-দুর্যোগ থেকে রেহাই পাচ্ছে না মহারাষ্ট্র; রত্নাগিরিতে লাল সতর্কতা, মুম্বই-সহ ৪ জেলায় চলবে বর্ষণ

মুম্বই, ২৬ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টি-দুর্যোগ থেকে রেহাই পাচ্ছেই না মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় ভর্তি বৃষ্টির "লাল সতর্কতা" জারি করা হয়েছে। এছাড়াও মুম্বই, থানে, পালঘর ও রায়গড় জেলায় "কমলা সতর্কতা" জারি করা হয়েছে। বুধবার মুম্বইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত পালঘর, থানে, মুম্বই, রায়গড়, রত্নগিরি ও সিন্ধুদুর্গ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রায়গড়, রত্নাগিরি ও সিন্ধুদুর্গ জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়াও মুম্বই, থানে, পালঘর জেলাতেও আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত এই বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। বুধবারও ভারী বৃষ্টি হয়েছে রায়গড়, রত্নাগিরি ও সিন্ধুদুর্গ জেলায়। মহারাষ্ট্রের অন্যত্র বৃষ্টি হয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায়।

রামনবমীর হিংসার তদন্ত নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ এনআইএ

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে রামনবমীতে হিংসার ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছে তারা। রাজ্যকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা পালন করছে না তারা। রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ এনে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ এই অভিযোগ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।

বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার কথা তুলে ধরেন এনআইয়ের আইনজীবী। আদালত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার মামলাটি শোনা হবে।

রামনবমীর মিছিল ঘিরে হাওড়ার শিবপুর, হুগলির রিষড়া-চন্দননগর, উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় গোষ্ঠীহিংসার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে গত ২৭ এপ্রিল এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে যায় রাজ্য।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের রায় ছিল, রাজ্যকে এ সংক্রান্ত সমস্ত নথি এনআইএ-কে হস্তান্তর করতে হবে। যদিও ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। তাদের যুক্তি, জনস্বার্থ মামলায় তদন্তের ভার এনআইএ-কে দেওয়া যায় না। দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছাড়া সাধারণ হিংসার মামলায় এনআইএ আইন প্রয়োগ করা যায় না বলেও সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে রাজ্য।

এনআইএ তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাজ্য সরকারের তরফে যে আর্জি জানানো হয়েছিল, শীর্ষ আদালত গত মে মাসে খারিজ করেছিল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারডিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চেও ওই আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

এর ফলে এনআইএ তদন্তের পথে কোনও বাধা নেই। কিন্তু এখন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ করছে, তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা নথি তাদের হাতে দিচ্ছে না রাজ্য। কোনও রকম সহযোগিতা মিলছে না।

দেশ কখনই জওয়ানদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ভুলবে না, কার্গিল বিজয় দিবসে বার্তা সেনাপ্রধানের

শ্রীনগর, ২৬ জুলাই (হি.স.): কার্গিল বিজয় দিবসে বীর সেনা জওয়ানদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। বুধবার কার্গিল বিজয় দিবসে সেনাপ্রধান বলেছেন, দেশ কখনই জওয়ানদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ভুলবে না। ২৬ জুলাই দিনটি দেশজুড়ে পালিত হয়েছে কার্গিল বিজয় দিবস। ১৯৯৯ সালে ২৬ জুলাই কার্গিল যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারত। লাদাখের কার্গিলে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘ ৬০ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সেনার জওয়ানরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। দ্রাসে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালিত হয়।

কার্গিল যুদ্ধের সাহসী জওয়ানদের স্মরণ করে সেনাপ্রধান মনোজ পান্ডে বলেন, "১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে দেশ কখনও ভুলবে না।' "অপারেশন বিজয়"-এর কথা স্মরণ করে সেনাপ্রধান বলেন, কার্গিলের বরফ এবং সীমাহীন উচ্চতায় একটি কঠিন এবং একটি উচ্চ-তীব্র সামরিক অভিযান ছিল অপারেশন বিজয়। তাঁর কথায়, 'অপারেশন বিজয় ছিল একটি কঠিন এবং একটি উচ্চ-তীব্র সামরিক অভিযান। একটি চ্যালেঞ্জ যা আমাদের সৈন্যরা সম্পন্ন করেছিল। আমি আমাদের বিমান যোদ্ধাদেরও তাদের অবদানের জন্য প্রশংসা করতে চাই।'

চাল রফতানিতে ভারত নিষেধাজ্ঞা তুলুক, চায় আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.) : চাল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত। বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, ভারত চাল রফতানি বন্ধ করায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কট তৈরি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আইএমএফ জানাল, তারা ভারতকে চাল রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অনুরোধ করবে। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার দাবি, ভারতের সিদ্ধান্তে গোটা বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাব ফেলবে। যা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

প্রসঙ্গত, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল রফতানিকারী দেশ। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় স্থানীয় বাজারে লাফিয়ে বেড়েছে দাম। এই অবস্থায় গত ২০ জুলাই বাসমতী ছাড়া অন্যান্য সাদা চাল রফতানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। আন্তর্জাতিক বাজারে সিংহভাগ (৯০ শতাংশ) চাল রফতানি করে থাকে ভারত-সহ এশিয়ার দেশগুলি। ফলে ভারতের এই সিদ্ধান্তে দেশে চালের দাম কমলেও আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম অনেকটাই বেড়ে যাবে। বিশ্ব বাজারে একাই ৪০ শতাংশ চাল রফতানি করে থাকে ভারত। কমবেশি ১০০টি দেশ ভারতের এই খাদ্যশস্য কেনে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রেতা চিন, বেনিন, সেনেগাল, টোগো ইত্যাদি দেশগুলি ভারতের সিদ্ধান্তের ফলে ৮০ শতাংশ চাল রফতানি আটকে গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়েই চিন্তায় পড়েছে আইএমএফ।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার দাবি, ভারতের সিদ্ধান্তে বাকি বিশ্বে খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। আইএমএফের শীর্ষ আধিকারিক পিয়েরে-অলিভিয়ের গৌরিঞ্চাস বলেন, "ভারতকে এই সিদ্ধান্ত তুলে নিতে অনুরোধ করব আমরা। নচেত গোটা বিশ্বে এর খারাপ প্রভাব পড়বে।" আর্থিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডার পাশাপাশি, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও মুদ্রাস্ফীতির মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

এর প্রভাব দেখা যাবে মধ্য প্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বা সৌদি আরবের মতো দেশেও।

উল্লেখ্য, আমেরিকা, কানাডা থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স। ইতিমধ্যে এক মুঠো গরম ভাতের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। ভারত থেকে চাল রফতানি বন্ধ হওয়ায় বেজায় বিপাকে প্রবাসী ভারতীয়রাও। চাল কিনতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলির সামনে পড়ছে লম্বা লাইন। ১০-১৫ বস্তা করে চাল মজুত করছেন অনেকে।

কুল্লুতে মাদক চোরাচ

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

বর্ষার মরসুমে উচ্ছে-করলার সঙ্গে কাঁকরোলও খেতে হবে

উচ্ছে, করলা খেতে পছন্দ করেন না। তবে রেস্তরাঁয় গিয়ে কোনও এক বার "স্টাফ কাঁকরোল" খেয়ে বেশ মনে ধরেছিল। সেই থেকে প্রায়ই বাজার থেকে কিনে আনেন। শরীর, স্বাস্থ্য ভাল রাখতে মরসুমি সব্জি খেতে পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। তবে তেতো হলেও উচ্ছে-করলা বা নিদেনপক্ষে হিঞ্চে শাকের যে কদর, তুলনায় কাঁকরোল বোধ হয় একটু পিছিয়েই রয়েছে।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, উচ্ছে বা করলার মতো তেতো না হলেও কাঁকরোলের গুণ কিছু কম নয়। ফাইবার, ভিটামিন এবং অন্যান্য জরুরি পুষ্টিগুণে ভরপুর কাঁকরোল কিন্তু রোগ প্রতিরোধশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও আরও কিছু গুণ রয়েছে কাঁকরোলের।

১) ওজন নিয়ন্ত্রণ করে ওজন নিয়ন্ত্রণের মূল কথাই হল কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাওয়া। সে দিক থেকে কাঁকরোল অনেকটাই এগিয়ে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ১০০ গ্রাম কাঁকরোলে ক্যালোরির পরিমাণ মাত্র ১৭। তা ছাড়া এই সব্জিতে জলের পরিমাণও বেশি। সুষম খাবারের তালিকায় রাখা যেতেই পারে কাঁকরোল।

২) চোখের জন্য ভাল

কাঁকরোলে রয়েছে ভিটামিন এ, যা চোখের জন্য খুবই উপকারী। চোখের পেশি মজবুত করতে কাঁকরোল খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা।

৩) তারুণ্য ধরে রাখে

কাঁকরোলে "আলফা-ক্যারোটিন", "লুটেইন", "বিটা-ক্যারোটিন" এবং "জিজানথিনস"-এর মতো অজস্র "অ্যান্টি এজিং" যৌগ রয়েছে। যা ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।

৪) রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন ক্ষরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কাঁকরোল। ফলে রক্তে অতিরিক্ত শর্করা থেকে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে। এ ছাড়াও কাঁকরোলের "হাইপোগ্লাইসেমিক" যৌগগুলি অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলিকে সুরক্ষিত রাখতেও সাহায্য করে।

৫) হজমে সহায়তা করে

কাঁকরোলে ফাইবারের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। যা অন্ত্র ভাল রাখতে সাহায্য করে। ফলে বিপাকহার উন্নত হয়। ফাইবারের গুণে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি থাকে। বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা কমে।

কম খরচে বাড়িতে বসে নিজেই করা যায় বডি পলিশ

বর্ষার মরসুম হলেও গ্রীষ্মের অস্বস্তি কিন্তু এখনও যায় নি। আবার মাঝেমাঝে বৃষ্টি হয়ে আবহাওয়া মনোরম হয়ে যাচ্ছে। এমন ঋতুতে লো কাট কিংবা হাতকাটা পোশাক, পিঠখোলা গাউন বা কায়দার ব্লাউজ পরার আদর্শ মরসুম। তা ছাড়া, বর্ষার জলকাদা এড়াতে কেপরি কিংবা মিড লেংথ স্কার্টও আলমারি থেকে বেরোচ্ছে।

তবে এ সব পোশাকে নিজেকে সাজাতে চাইলে ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি। কিন্তু শুধু মুখে ফেশিয়াল করলেই চলবে না, গোটা শরীরেরও বাড়তি যত্ন প্রয়োজন। অনেকেই মাঝেমাঝে বডি পলিশিং করান। নিজেকে সুন্দর করে তুলতে এটাও অত্যন্ত জরুরি একটি ধাপ। রাস্তার ধুলোবালি ত্বকের জৌলুস কেড়ে নেয়। রোদে ঝলসে যায় ত্বক। সঙ্গে মানসিক চাপ তো আছেই। সব মিলিয়ে ত্বক ক্লান্ত এবং ম্লান দেখায়। বডি পলিশিং করালে ত্বকের মৃত কোষ উঠে গিয়ে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। ফিরে আসে ত্বকের দ্যুতি। সালোঁতে গিয়ে বডি পলিশিং করানো বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। সময়সাপেক্ষেও বটে। সারা সপ্তাহ অফিস করে ছুটির দিনে আর পার্লারে যেতে ইচ্ছা করে না অনেকেরই। তবে খরচ এবং সময় দু'টোই বাঁচাতে বাড়িতেও কিন্তু বডি পলিশিং করতে পারেন। রইল উপায়।

ড্রাই ব্রাশিং

বাড়িতে বডি পলিশ করলে প্রথমে ড্রাই ব্রাশিং দিয়ে শুরু করুন। বডি পলিশ করার নরম ব্রাশ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সেই ব্রাশ দিয়ে তলপেট থেকে বুক পর্যন্ত ওঠানামা করান। বেশ কয়েক বার এটা করলে ত্বকের মরা চামড়া নষ্ট দূরে চলে যায়। এর ফলে শরীরের রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়।

বডি স্ক্রাব

বডি পলিশিংয়ের পরবর্তী ধাপ হল বডি স্ক্রাব। দোকানে বিভিন্ন সংস্থার স্ক্রাবার কিনতে পাওয়া যায়। চাইলে সেটাও একটা কিনে নিতে পারেন। আবার বাড়িতেও বানিয়ে নিতে পারেন বডি স্ক্রাবার। ব্রাউন সুগার, নারকেল তেল, এসেনশিয়াল অয়েল দিয়েই স্ক্রাবার বানিয়ে নিন। তার পর সারা শরীরে ভাল করে মেখে হালকা হাতে মালিশ করুন। এতে একই সঙ্গে রক্ত সঞ্চালন ভাল হবে আবার ত্বকও উজ্জ্বল হবে।

ওয়ার্ম বাথ

স্ক্রাবিংয়ের পর ঈষদুষ্ণ জলে নিজেকে ভিজিয়ে নিতে হবে। জল হালকা গরম করে তাতে সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে গায়ে ঢালুন। জল মুছবেন না। সিক্ত শরীরে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। জল গায়ে শুকোনো জরুরি। সৈন্ধব লবণ ত্বক ভিতর থেকে পরিষ্কার করে। ত্বক সতেজ এবং সজীব করে তোলে।

ময়েশ্চারাইজার

ব্যবহার করা যায় এসির জল

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি চালু থাকলে জল বের হয়। এই পানি সবাই ফেলে দেন। তেমন কোনো কাজেও লাগে না। অথচ এসির জল ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করা যায়। এসির জল কাজে লাগানোর কৌশলটা জানা থাকলে এই জল কাজে লাগানো যায়। এসি থেকে খুব অল্প পরিমাণেই জল বের হয়। তবে এই গরমের তীব্র দাবদাহে আপনার বাড়ির এসিটা যে পরিমাণ চলে, তাতে একটা বালতি তো আরামসে ভর্তি হয়ে যেতে পারে। তাও যদি উপচে পড়ে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কিন্তু এসি থেকে যে পরিমাণ জল জমছে, তা কি আপনি ফেলে দেন? তাহলে বিরাট ভুল করছেন। এমনকি এই জল প্রক্রিয়া করে খাওয়াও যায়। পৃথিবীর তাপমাত্রা দিনের পর দিন বাড়ছে। ফলে এসি আর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। যদিও এয়ার কন্ডিশনার আমাদের পরিবেশের জন্য খুব ক্ষতিকারক ঠিকই। কিন্তু গরমে প্রশান্তি পেতে এসি ছাড়া আর কে-ই বা দিতে পারে। আর গরম যত বাড়বে, ততই আপনার বাড়িতে এসি চলবে বেশি করে। তাই, জলও এসি থেকে বেশ ভালো পরিমাণে বের হবে। সেই জল যদি আপনি সঠিক ভাবে ব্যবহার করেন, তাহলে অনেক কিছুই করতে পারবেন। অনেকেই আছেন, যারা এসির জল ড্রেনে ফেলে দেন। কিন্তু জল ফেলে না দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু পৃথিবীতে সুপেয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। তাই জল ফেলে না দিয়ে ব্যবহারের উপায় খোঁজা উচিত।

কাপড় কাচতে পারেন ঃ এসির জল দিয়ে আপনি কাপড় কাচতে পারেন। এসির যে নল দিয়ে জল পড়ে তার নিচে একটি বালতি রেখে দিন। সেই বালতির জল ফেলে না দিয়ে আপনি কাপড় কাচুন। তাতে আপনার পাম্পের জল বা কলের জলও যেমন বাঁচতে পারে, তেমনই আবার আপনাকে যদি জল সংগ্রহের জন্য কসরত করতে হয়, তা-ও আর করতে হবে না। গাছের পরিচর্যা করতে পারেন ঃ এসি থেকে বের হওয়া জল আপনি ড্রেনে ফেলে না দিয়ে কাজে লাগাতে পারেন আপনার গাছ পরিচর্যার জন্য। এই জল যথেষ্ট পরিষ্কার। তাই তা যদি আপনি গাছে দেন, তাহলে গাছের কোনও ক্ষতি হবে না। ফলে, আপনাকে গাছে দেওয়ার জন্য আর আলাদা করে কল থেকে জল ভরতে হবে না। অর্থাৎ কিছুটা হলেও আপনার পাম্পের বা কলের জল সংরক্ষিত হবে। গাড়ি ধুতে পারেন ঃ আপনার গাড়ি, তা সে চার-চাকাই হোক বা দু-চাকা, সেই গাড়ি ধোয়ার জন্যও আপনি এসির জল ব্যবহার করতে পারেন। ব্যক্তিগত যানবাহন ধোয়ার জন্য এসির জলের থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। সপ্তাহে অন্তত একবার করে আপনার গাড়ি ধুতে এসির জল কাজে লাগাতেই পারেন। এর ফলে আপনি গাড়ি পরিষ্কার করতে যে বাড়তি পানি খরচ করেন, সেটা সংরক্ষিত হবে।

বর্ষায় চুল পড়ার সমস্যা

চুল থাকুক মাথাতেই, বাড়ির যত্রতত্র বা চিরুনিতে নয়। আজকের শহুরে জীবনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। বর্ষাকালে এই বিপত্তি আরও ভয়াবহ হতে দেখা দেয়। চুল পড়ার হার খুব বেড়ে যায়। নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করেও লাভের লাভ কিছুই হয় না। চিকিতকরা বলেন কেবল প্রসাধনী ব্যবহার করে, সাঁলোয় গিয়ে বাইরে থেকেই চুলের পরিচর্যা করলে হবে না, চুল পড়া রোধ করতে খ্যাদ্যাভাসেও বদল আনতে হবে।

রাস্তার চপ-চাউমিন-রোল-মোমো নয়, বাড়ির তৈরি স্বাস্থ্যকর খাবারেই মন দিতে হবে। এর পাশাপাশি ডায়েটে কোন পাঁচ মশলা রাখলে বর্ষার আকাশের মেঘের মতো ঘন কালো চুল পেতে পারেন, রইল তার হদিস। ১) মেথি: চুল পড়া আটকাতে মেথি খুব ভাল কাজ করে। এর মধ্যে থাকা প্রোটিন এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড চুলের গোড়া মজবুত করে চুল উজ্জ্বল এবং লম্বা করতে সাহায্য করে। রোজ খালি পেটে নিয়ম করে মেথি ভেজানো জল খেতে পারেন। স্বাদে তেঁতো হলেও এই পানীয়ের গুণ অনেক।

২) গোলমরিচ: ঘন চুল পেতে রান্নায় গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন। বর্ষায় গরমাগরম চিকেন স্যুপ হোক কিংবা চায়ে গোলমরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। গোলমরিচে থাকা ভিটামিন এ, সি, ক্যারোটিনয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েডে মতো উপদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। দারচিনিতে বিভিন্ন রকম ভিটামিন থাকে, যা প্রদাহ কমিয়ে চুলের গোড়াকে মজবুত রাখে।

৩) তিল: বাঙালিরা তিলের নাড়ু, চাকলি খেতে পছন্দ করলেও রান্নায় তিলের খুব বেশি ব্যবহার করেন না। তবে চুলে জেল্লা আনতে, ঘন চুল গজাতে তিল বেশ উপকারী। এতে থাকা ওমেগা-৩-ফ্যাটি অ্যাসিড মাথার কোষগুলিতে রক্তসঞ্চালনে সাহায্য করে, যার ফলে চুল হয় ঘন ও কালো। স্যালাডের সঙ্গে কিংবা সব্জিতে তিল বাটা ব্যবহার করতে পারেন। ৪) জিরে: জিরে কেবল বিপাক হার বাড়িয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে না, চুলের বৃদ্ধিতেও জিরার ভূমিকা আছে। জিরেতে থাকা প্রোটিন চুলের গোড়াকে মজবুত করে, ফলে চুল পড়ার সমস্যা কমে। রান্নায় জিরে বাটার ব্যবহার শুরু করতে পারেন। এ ছাড়া, গরম জলে জুরে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে খালি পেটে খেয়ে ফেলতে পারেন।

৫) দারচিনি: দারচিনিতে বিভিন্ন রকম ভিটামিন থাকে, যা প্রদাহ কমিয়ে চুলের গোড়াকে মজবুত রাখে। রান্নায় কেবল ফোড়ন হিসাবে নয়, চায়ের সঙ্গে কিংবা জলে ভিজিয়ে রেখে দারচিনি খেতে পারেন। চুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

ভারী ওজন তুলেও মেদ কমছে না?

ওজন ঝরানোর জন্য অনেকেই জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করেন। মেদ ঝরাতে ও পেশির জোর বাড়াতে ওয়েট ট্রেনিং অত্যন্ত জরুরি। এখন জিমে গিয়ে অনেকেই ভারী ওজন হাতে তুলে শরীরচর্চা করছেন। কিন্তু এই ওয়েট ট্রনিংয়ের গোড়ায় থেকে যায় অনেক ভুল। কিছু দিন পরে যার খেসারত দেয় শরীর।

প্রথমত ওয়েট ট্রেনিং করার সময়ে এক জন প্রশিক্ষিত ট্রেনারের নজরদারি জরুরি।

নিজের ইচ্ছে মতো ওজন তোলার চেষ্টা করলেই হতে পারে হিতে বিপরীত। একেবারে খালি পেটে কখনও ওজন তোলা উচিত নয়। খাবারের পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমাণের জল খাওয়াও দরকার। না হলে পেশিতে টান লেগে চোট লাগার সম্ভবনা প্রবল। জেনে নিন ভারী ওজন তোলার আগে কোন কোন নিয়ম মেনে না চললেই বিপদ।

১) সপ্তাহে কেবল এক বা দু"দিন ওজন তুললে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন না। চেষ্টা করুন সপ্তাহে অন্তত তিন দিন করতে। প্রথম দিকে পর পর তিন দিন না করে এক দিন বাদ দিয়ে করুন। পরে অভ্যাস হয়ে গেলে সময় ও দিন বাড়িয়ে নিতে পারেন। প্রতিদিন শরীরের আলাদা আলাদা অংশের জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম করুন। তা হলে পেশির পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাবে প্রতিটি অঙ্গ। ২) ঠিক কতটা ওজন তোলা আপনার জন্য উপযোগী, তা বুঝবেন প্রশিক্ষক। একই ওজনে আটকে থাকলেও চলবে না। সময় ও পেশির শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওজনেও আনতে হবে তারতম্য।

৩) চেস্ট, ব্যাক, বাইসেপ, ট্রাইসেপ, কাঁধ, পা, কোনও অঙ্গই বাদ দিলে চলবে না। পুরো শরীরের ব্যায়াম করা আবশ্যক,। তবেই ঠিকঠাক ফল পাবেন।

৪) ভারী ওজন তোলার সময়ে সঠিক ভাবে শ্বাস নেওয়া ভীষণ জরুরি। অনেকেই ভারী ওজন তোলার সময়ে শ্বাস ধরে রাখেন, এই ভুল করবেন না। ওজন তোলার সময়ে শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে আর ওজন নামানোর সময়ে শ্বাস টানতে হবে।

৫) যখনই মন চাইল তখনই ব্যায়াম করলে কিন্তু কোনও ফল পাবেন না। ওয়েট ট্রেনিংয়ের জন্য সঠিক নিয়ম মেনে চলা একান্ত জরুরি। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া, ঘুম না হলে পেশির শক্তি কখনওই বাড়বে না।

৬) ভারী ওজন তোলার আগে ওয়ার্ম আপ করা জরুরি। হালকা কার্ডিয়ো, হাঁটাহাঁটি, অ্যারোবিক ব্যায়াম করতে পারেন এ ক্ষেত্রে।

৭) কোথাও চোট পেলে জোর করে ভারী ওজন তুলতে যাবেন না, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। চোট লাগলে পর্যাপ্ত সময় বিশ্রাম করুন। তার পর হালকা শরীরচর্চা দিয়ে শুরু করে তার কিছু দিন পর ভারী ওজন তুলুন।

ফেসবুক থেকেই জানা যাবে ফোনের ইন্টারনেট স্পিড

অনেক সময় ফোনে কোনো জরুরি কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ করেই ইন্টারনেটের কম গতির করণে ঝামেলায় পড়তে হয়। এতে করে মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। অথচ আপনি চাইলেই দেখে নিতে পারেন ঠিক কী পরিমাণ ইন্টারনেটের গতি পাচ্ছেন আপনার ফোনে। তাও আবার ফেসবুকের মাধ্যমে। অনেকের কাছেই অজানা, ফেসবুকের মাধ্যমে যাচাই করা যায় ফোনের ইন্টারনেট স্পিড। স্মার্টফোন অক্ষত রাখতে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু অনেক সময় বিগড়ে যায় নেটওয়ার্ক। ওঠানামা করতে থাকে ফোনের ইন্টারনেট। এর জন্য কেউ কেউ গুগলের সাহায্য নেন। কিন্তু স্ক্রিনে চলা ফেসবুক ট্যাব থেকেই এক মুহূর্তে জেনে নিতে পারবেন ফোনের ইন্টারনেট গতি।এ জন্য সর্বপ্রথম নিশ্চিত করতে হবে, ফেসবুক অ্যাপটি যেন লেটেস্ট ভার্সনে ইন্সটল করা থাকে। না থাকলে সেটি অবশ্যই করুন। পাশাপাশি ফেসবুকে লগ ইন থাকতে হবে অ্যাকাউন্ট। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই ফিচার কেবল ফেসবুকের অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনেই ব্যবহার করা যাবে। ফেসবুকে লগ ইন করার পর উপরে ডান দিকে থ্রি লাইন ডটে ক্লিক করুন। এখানে মেনু অপশনে একাধিক ফিচার দেখা যাবে, যেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন।- এরই মধ্যে নিচে স্ক্রল করে 'সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি' অপশনে ক্লিক করুন।- এবার 'ওয়াইফাই অ্যান্ড সেলুলার পারফরম্যান্স' অপশনে ক্লিক দিন।- এই পেজে 'ইওর স্পিড' অপশনে ক্লিক করতে হবে। তারপর 'রান এ স্পিড টেস্ট' নামে একটি অপশন আসবে।উক্ত অপশনের নিচে 'কন্টিনিউ' অপশনে ক্লিক করতে হবে। আপনার ফোনের ইন্টারনেট স্পিড যাচাই করার জন্য ৩০ সেকেন্ড সময় নেবে ফেসবুক।- ওই অপশনে ক্লিক করা মাত্রই একটি নতুন ট্যাব ওপেন হবে। যেখানে আপনার সেলুলার নেটওয়ার্কের ডাউনলোড স্পিড ও আপলোড স্পিড কত তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

হেঁশেল ছোট হোক, সাজিয়ে নিলে বড় দেখাবে

রান্নাঘরে সচরাচর অতিথি প্রবেশ করে না, সে কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে হেঁশেল সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবেন না, তা তো হতে পারে না। অনেক বাড়িতেই রান্নাঘর বেশ ছোট। জায়গার অভাব। ফলে অনেকেই বুঝতে পারেন না ছোট জায়গায় কী ভাবে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলবেন সাধের রান্নাঘর। জায়গা কম হলেও একটু মাথা খাটালে ছোট হেঁশেলও গোছানো যাবে সুন্দর করে।

রইল তেমন কয়েকটি পরামর্শ।

বড় বাক্স রাখুন

রান্না করতে হাজারটা জিনিসের প্রয়োজন হয়। তেল, মশলার প্যাকেটগুলি এদিক-ওদিক ছড়িয় ছিঁটিয়ে না রেখে একটি বড় বাক্সের মধ্যে ভরে রাখুন। তা হলে আর রান্নাঘর অগোছালো দেখাবে না। রান্নার সময়ে হাতের কাছেই সব কিছু পেয়ে যাবেন।

কিচেন হ্যাঙার ঝোলাতে পারেন

রান্নাঘরে বেশ খানিকটা বাড়তি জায়গা থাকলে মশলাপাতি, হাতাখুন্তি সাজিয়ে রাখার আলমারি রাখা যায়। কিন্তু জায়গা কম হলে সে সুযোগ থাকে না। সে ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন হেঁশেলের দেওয়ালগুলি। দেওয়ালে লাগাতে পারেন ঝুলন্ত তাক। সেগুলির উপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারেন বিভিন্ন কৌটো।

কাঠের হুক ব্যবহার করুন

হাতা, খুন্তি, ছাঁকনি ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে রাখলে দেখতে খারাপ লাগে। দরকারের সময় কিছু খুঁজেও পাওয়া যায় না। তার চেয়ে রান্নাকরে কাঠের কিছু হুক লাগাতে পারেন। সেগুলিতে হাতা, খুন্তিগুলি সুন্দর করে ঝুলিয়ে রাখুন। এতে জায়গাও সাশ্রয় হবে। আবার হেঁশেলের ভোলও বদলে যাবে। সিঙ্ক অর্গানাইজার হেঁশেল ছোট হলে স্বাভাবিক ভাবেই সিঙ্কের জায়গাটিও ছোট হবে। সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন "সিঙ্ক অর্গানাইজার"। এতে ছোট ট্রের কিছুটা অংশজুড়ে একটি বাক্স থাকে। সেই বাক্সের গায়ে আবার হ্যাঙার লাগানো থাকে। সিঙ্কের পাশে এটি রেখে দিন। হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখুন বাসন পরিষ্কারের জন্য সুতির কাপড়। বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুন বাসনমাজার তরল সাবান, বোতল পরিষ্কার করার ব্রাশ।

নায়িকা মানেই সব সময় কড়া ডায়েট

নায়িকা মানেই সব সময় কড়া ডায়েট মেনে চলবেন, বাইরের খাবার তাঁরা ছুঁয়েও দেখেন না, তাই এত সুন্দর ছিপছিপে চেহারা ধরে রাখেন তাঁরা অভিনেত্রীদের নিয়ে এমন ধারণা কমবেশি সকলেই রাখেন। তবে বাস্তবের ছবিটা কিন্তু আলাদা। অবশ্যই অভিনেত্রীদর ফিটনেস ধরে রাখার জন্য কড়া ডায়েট ও অনুশাসন মেনে চলতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের মতোই তাঁরাও নিয়মভঙ্গ করেন।

বলিপাড়ার ফ্যাশন সচেতন অভিনেত্রীদের মধ্যে রাধিকা আপ্তে অন্যতম। অভিনয় থেকে পোশাক, সবেতেই রাধিকা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পছন্দ করেন। ফিটনেস নিয়েও রাধিকা বড্ড বেশি সচেতন। তাঁর সুন্দর ছিপছিপে চেহারা নজর কাড়ে অনুরাগীদের। তাই বলে কি রাধিকা পছন্দের খাবার চেখে দেখেন না? সম্প্রতি রাধিকা ইনস্টাগ্রামে একটি পুরোনো ছবি ভাগ করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মনের আনন্দে ফুচকা উপভোগ করছেন তিনি। নায়িকার সামানে ফুচকা, আলুমাখা, পুদিনার জল, তেঁতুলের জল আর টক-ঝাল-মিষ্টি চাটনি রাখা। নিজের হাতেই ফুচকা বানিয়ে টপাটপ মুখে পুরছেন রাধিকা। ছবির নীচে ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন,"আমি আর আমার প্রিয় খাবার।" পুণেতে গেলেই ফুচকার মতো খাবার জমিয়ে উপভোগ করেন রাধিকা। তার ইনস্টাগ্রামের হ্যাশট্যাগ থেকে সে কথা স্পষ্ট। আপাতত শুটিংয়ের কাজে ব্যস্ত নায়িকা। অগত্যা বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই, পুরোনো ছবি দিয়েই প্রিয় খাবারের স্মৃতিচারণ। ফিটনেস ধরে রাখতে পছন্দের খাবারের সঙ্গে আপস করতে নারাজ তিনি। প্রয়োজনে আর একটু বেশি শরীরচর্চা করে নিতে আপত্তি নেই রাধিকার।

হাতির হানায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধ ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ২৬ জুলাই (হি. স.) : গ্রামের কুড়ি থেকে পঁচিশটি মাটির বাড়ি ভেঙে খাবারের সন্ধান করে হাতির দল। সেই সময় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন এক বাড়ির এক মহিলা। পাশাপাশি ব্যপক ভাবে সবজি, চারা ধান খেয়ে পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করছে পাঁচটি হাতির একটি দল।অভিযোগ সারা রাত ধরে পাঁচটি হাতির দল তান্ডব চালালেও বনদফতর ও হুলপার্টির দেখা পাওয়া যায়নি। এমনকি হাতি গ্রামে ঢুকছে বলে কোন আগাম সতর্ক বার্তাও দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। তাই বুধবার সকালে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ শুরু করলেন। তাদের অভিযোগ, বনদফতর ক্ষতি পূরণের ফর্ম জমা নিলেও ক্ষতি পূরণ দিচ্ছে না। তাই হাতে হাতে ক্ষতিপূরণের দাবিতে গ্রামের মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। এদিন সাঁকরাইল থানার গুপ্তমনি - কুলটিকরি যাওয়ার পিচরাস্তা জুগিশোল এলাকায় পথ অবরোধ করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে টিয়াকাটি গ্রামের বাসিন্দারা তখন সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ পাঁচটি দলমা দলের হাতি গ্রামে ঢুকে পড়ে। গ্রামে ঢুকেই খাবারের সন্ধানে পর পর মাটির এবং কংক্রিটের দেওয়াল গুলি ভাঙতে থাকে। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হাতির হাত থেকে বাঁচতে অনেক গ্রামে অ্যাসবেসটসের ছাউনি দেওয়া কংক্রিটের দেওয়াল করেন। কিন্তু সত্ত্বেও হাতির হানা থেকে নিজের বাড়ি বাঁচাতে পারছেন না। রাতে সব মিলিয়ে মাটির ও কংক্রিটের বাড়ি ভেঙেছে কুড়ি থেকে পঁচিশটি। রাতে গ্রামে হাতির তান্ডব চলতে থালকেও বনদফতর বা হুল পার্টির দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরাই কোন মতে হাতি গুলিকে গ্রাম ছাড়া করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এর আগেও হাতি ঘর ভাঙেছে, জামির ফসল নষ্ট করেছে কিন্তু বনদফতর ক্ষতি পূরণের অর্থ এখনও দেয় নি। এদিকে মঙ্গলবার রাতে হাতির তান্ডবের পর এদিন সকাল থেকে ক্ষতিপূরন অবিলম্বে নগদ দেওয়ার দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হন টিয়াকাটি গ্রামের বাসিন্দারা। অবরোধের ফলে গুপ্তমনি -কুলটিকরি রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় পন্যবাহী গাড়ি সহ অন্যান্য যানবাহন। টিয়াকাটি গ্রামের বাসিন্দা সম্পা দাস বলেন ' অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছি আমরা। বাড়ির দেওয়াল ও আমদের একটি গাড়ি পুরো ভেঙে দিয়েছে। জমির বিজ তলা তছনছ করেছে হাতির দল। রাতে বনদফতরের লোকজন, হুল পার্টি কেউ আসে নি। হাতি ঢুকতে পারে এমন কোন সতর্ক বার্তা দেয় নি বনদফতর। তা দিলে আমরা আগের থেকে সতর্ক হতে পারতাম। ক্ষতি পূরণের ফর্ম জমা দিলে তা পড়ে থাকে। আমারা চাই হাতে হাতে ক্ষতি পূরণের অর্থ দেওয়া হোক। এই দাবিতেই পথ অবরোধ করা। ' দীর্ঘক্ষন অবরোধ চলার পর পুলিশ, বনদফতর, প্রশাসনের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে এক মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায় ' ঘটনা স্থলে ছিলেন সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী কৃষি কর্মাধ্যক্ষ ও এবার জেলা পরিষদের আসনে জয়ী প্রার্থী কমল রাউৎ। তিনি বলেন ' গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এক মাসের মধ্যেই ক্ষতিপূরন দেওয়া হবে। এরপর তারা অবরোধ তুলে নেয়। 'অন্যদিকে খড়্গপুরের ডিএফও শিবানন্দ রাম বলেন ' ওই এলাকায় ১০ থেকে ১৫ টা হাতি রয়েছে। সেগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বর্ষা কালে ড্রাইভিং করতে সমস্যা হল। হুলা জ্বলতে চায় না। তবে আমরা গ্রামবাসীদের বলেছি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তারা ক্ষতি পূরণ পেয়ে যাবেন। '

মালদার ধর্ষিতা নাবালিকা নিয়ে সরব সুকান্ত

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : "মালদা জেলার মালতিপুর বিধানসভার চান্দু গ্রামে রাজা আলী ও বদরু আলীর হাতে ধর্ষিত হতে হলো সপ্তম শ্রেণীর নিরীহ নাবালিকাকে। খোঁজ নিতে গেলে মেয়েটির পরিবারের লোকজনকে ব্যাপক মারধর করে ধর্ষকের পরিবার।"

বুধবার এই মন্তব্য করে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার টুইটারে লেখেন, "পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করার পরে পুলিশের তরফ থেকে নির্যাতিতার পরিবারকে চুপ থাকার এবং আপোষে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। হাজারো নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেও তৃণমূল-আশ্রিত পুলিশ আজ নীরব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার নিজের মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ।"

দিনহাটায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

দিনহাটা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : কোচবিহারের দিনহাটা ২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্ভডাঙা এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ধজেন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতেরই পূর্ব সাহেবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি ইলেকট্রিকের কাজ করতেন। এদিন গর্ভডাঙা এলাকায় কাজে যান তিনি। সেখানে কোনওভাবে ইলেকট্রিকের তার থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত করছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর উচিত সংসদ থেকে দেশের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়া : গৌরব গগৈ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): মণিপুর ইস্যুতে সংসদের ভিতর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি দাবি করলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর উচিত সংসদের ভেতর থেকে দেশের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়া।' মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বুধবার লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন গৌরব গগৈ। এই অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে গৌরব বলেছেন, 'ইন্ডিয়া জোট লোকসভায় নিজস্ব সংখ্যা সম্পর্কে অবগত, তবে এটি শুধুমাত্র সংখ্যার বিষয়ে নয়।

এটি মণিপুরের ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের বিষয়।'

গৌরব গগৈ আরও বলেছেন, 'মণিপুরের ভাই ও বোনদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত যে প্রধানমন্ত্রী মোদী মণিপুরকে ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু ইন্ডিয়া জোট এই দুঃখের সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা সংসদের ভিতরে তাঁদের অধিকারের জন্য লড়াই করছি।

আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সংসদে এসে দেশের উদ্দেশে ভাষণ দিতে বলছি, কারণ এই বিষয়টি আর একা মণিপুরের নয়, এটি অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর উচিত সংসদের ভেতর থেকে দেশের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়া।'

লখনউয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা কনস্টেবলের

লখনউ, ২৬ জুলাই (হি. স.) : নিজের লাইসেন্স করা রিভলবার দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করলেন মহানগর থানা এলাকায় পুলিশ লাইনে কর্মরত এক কনস্টেবল। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে। বুধবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মহানগর থানা এলাকার নিউ হায়দ্রাবাদ এলাকার বাসিন্দা কনস্টেবল জ্ঞান সিং (৫৪) নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। বুধবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হলে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, আত্মহত্যা করার আগে কনস্টেবল তার শ্যালককে ডেকে শেষকৃত্যের প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। এইটুকু বলে সে ফোন কেটে দেয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মানসিক অবসাদের জেরে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে কনস্টেবল। তিনি অসুস্থ ছিল বলেও জানা গেছে। বর্তমানে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে আত্মহত্যার কারণ জানার চেষ্টা করছে।

সোমবার পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : সোমবার পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করবে না ইডি! বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে এমনটাই জানালেন ইডির আইনজীবী। মঙ্গলবারেই ইডির আপত্তিতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মামলা গিয়েছিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। বিচারপতি ঘোষের আবেদন ছিল, যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখে প্রধান বিচারপতি বিচার করবেন, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার তাঁর আছে কি না। বুধবার সকালে মামলাটি বিচারপতি ঘোষের এজলাসে ওঠার পর সেই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান ইডির আইনজীবী। কিন্তু বিচারপতি ঘোষ জানান, সোমবারের আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মামলার শুনানি অন্যান্য মামলার চাপ থাকার কারণেই অভিষেকের মামলার শুনানি সোমবারের আগে সম্ভব নয়। এর পরেই ইডির আইনজীবী জানান, সোমবার পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে না ইডি-ও! এর আগে বিচারপতি ঘোষের এজলাসে অভিষেকের মামলার শুনানির বিরোধিতা করেছিল ইডি। সোমবার ওই মামলাটি ছেড়ে দিয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেন বিচারপতি ঘোষ। এর পর মঙ্গলবার তাঁর বেঞ্চেই মামলা পাঠান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। গত সোমবার পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল। তার পর ওই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি ঘোষ। কোন এজলাসে শুনানি হবে, তা স্থির করার কথা কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির। মামলা নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। অন্য দিকে, কেন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে নিয়োগ সংক্রান্ত ওই মামলা উঠল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু সওয়াল করেন, সব নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা হওয়া উচিত বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে। যুক্তি হিসেবে তিনি জানান, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সিংহের বেঞ্চে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ইডি-র যুক্তি শুনে বিচারপতি ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন, অপরাধমূলক মামলা এবং সাধারণ মামলা কি একই বেঞ্চে শুনতে পারে? নিয়োগ দুর্নীতিতে যতগুলি ক্ষেত্রে ইডি তদন্ত করছে, সেগুলোও কি একটাই বেঞ্চে হবে?

গোয়ালপোখরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু আইসিডিএস কর্মীর, জখম ২

ইসলামপুর, ২৬ জুলাই (হি. স.) : কাজে যাওয়ার পথে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার লাড়ুখোয়া এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক আইসিডিএস কর্মীর। জখম হয়েছে মৃত মহিলার শিশু সহ মোট দু'জন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম কবিতা মণ্ডল (৩০)। বাড়ি ইসলামপুর থানার গাইসাল ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দস্তোরা এলাকায়। তিনি গাইসল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। এদিন স্কুটার নিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন কবিতা। লাড়ুখোয়া এলাকায় পেছন থেকে একটি বাইক তাঁর স্কুটারে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কবিতার। জখম হয় স্কুটারে থাকা তাঁর শিশু সহ দু'জন। জখম দু'জন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বানারহাটে ট্রলারের পেছনে ধাক্কা শ্রমিকবোঝাই পিকআপ ভ্যানে, আহত ২২

বানারহাট, ২৬ জুলাই (হি. স.) : বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চলন্ত ট্রলারের পেছনে ধাক্কা শ্রমিক বোঝাই পিকআপ ভ্যানের। ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২২ জন শ্রমিক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিনের দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে ১০ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের জলপাইগুড়ি ও মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক বানারহাট স্বাস্থকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। আহত শ্রমিকরা যথাক্রমে হৃদয়পুর, তোতাপাড়া, গ্যান্দ্রাপাড়া চা বগানের বাসিন্দা। এদিন সকালে চ্যাংমারি বাগানে চা পাতা তোলার কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বিচার বিভাগকেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে : রাষ্ট্রপতি

কটক, ২৬ জুলাই (হি.স.): কার্যনির্বাহী ও আইনসভার পাশাপাশি বিচার বিভাগকেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।'বুধবার ওডিশার কটকে ওডিশা হাইকোর্টের ৭৫-তম বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এতে তুচ্ছ অভিযোগে কারাগারে বন্দী নির্দোষদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব। এটি আমার হৃদয়ের একটি বিষয় এবং আমি এটি সম্পর্কে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানেও বলেছি।' রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আজ আমি আপনাদের মাঝে থাকতে পেরে আনন্দিত। ওডিশা হাইকোর্ট শুধুমাত্র নিজস্ব ৭৫-তম বার্ষিকী উদযাপন করছে তাই নয়, আইনী আলোকিত ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতির কারণেও আমি খুশি।' রাষ্ট্রপতির কথায়, 'আমাকে বলা হয়েছে, দ্রুত বিচার প্রদানের ফলে হাইকোর্টে গত দুই বছরে মামলার বিচারের হার এক চতুর্থাংশ কমেছে। এর জন্য আমি প্রধান বিচারপতি ডঃ এস.কে. মুরলীধর এবং তার গোটা টিমের প্রশংসা করছি। কার্যনির্বাহী ও আইনসভার পাশাপাশি বিচার বিভাগকেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা যদি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটি নিরাপদ ভবিষ্যত দিতে চাই, তাহলে আমাদের পরিবেশ রক্ষায় প্রতিনিয়ত মনোযোগ দিতে হবে।'

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমি এটা জেনে অত্যন্ত খুশি যে, সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনেক আইনজীবীও বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসছেন। আমি আশা করি এর ফলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়া সহজ হবে।'

অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে যানচলাচল, ভাঙা হতে পারে চিংড়িহাটা উড়ালপুল

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যের সেতু পরামর্শদাতা কমিটি প্রস্তাব দিয়েছে, চিংড়িহাটা মোড়ের উড়ালপুলটিকে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য। বুধবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট কিছু দফতরের আধিকারিক।

বাম আমলে তৈরি হয়েছিল চিংড়িহাটা উড়ালপুল। এর বয়সও খুব বেশি নয়। সেক্ষেত্রে কেন এত অল্প বয়সে উড়ালপুলটির এই দশা? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছিল ফাটল! এরপরেই তড়িঘড়ি চিংড়িহাটা মোড়ের উড়ালপুল পরিদর্শন করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান এবং সেতু ও উড়ালপুল বিশেষজ্ঞ সংবাদমাধ্যমে অমিতাভ ঘোষাল বলেন, 'উড়ালপুলে কিছু চিহ্ন সামনে এসেছে। আপাতত ফ্লাইওভারটি বন্ধ রাখার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যাতে তা আরও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং আদৌ এই উড়ালপুলটি যানচলাচলের যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।"

যদি উড়ালপুলটিকে বিপদমুক্ত করা এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য যে কাজটি করা হচ্ছে তা সফল না হয় সেক্ষেত্রে তা পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে হবে এবং নতুন উড়ালপুল তৈরি করতে হবে। অথবা একটির "সুপারস্ট্রাকচার" সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে। এই প্রক্রিয়া সম্ভব "সাব স্ট্রাকচার"-গুলি যদি সঠিক অবস্থায় থাকে।

গত মাসেই এই উড়ালপুলে ফাটল নজরে আসে। গত ২৭ জুন এটি পরিদর্শন করে বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং কেএমডিএ ইঞ্জিনিয়ারদের বলা হয় উড়ালপুলটির নজরে আসা ফাটলের উপর নিয়মিত নজরদারি চালাতে।

উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট জামানায় মেগাসিটি প্রকল্পে তৈরি করা হয়েছিল চিংড়িহাটা মোড় থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভগামী ৬০০ মিটার দীর্ঘ এই উড়ালপুল।

বাংলাদেশ : মৈত্রী এক্সপ্রেসে অভিযানে মদসহ বাজেয়াপ্ত বিপুল সামগ্রী

ঢাকা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : কলকাতা থেকে আসা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ, শাড়ি ও কসমেটিকস বাজেয়াপ্ত করল বাংলাদেশ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের উপ-পরিচালক সানজিদা খানম। তিনি জানান, শুল্ক গোয়েন্দার মহাপরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের নিবারনী/টহল টিম-৪ কর্তৃক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে মঙ্গলবার বিকেলে মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে ট্রেনে ইন্ডিয়ান র‍্যাকের ২টি স্টাফ রুমের আসনের নিচে এবং ফলস সিলিং এর ওপরে অভিনব পদ্ধতিতে লুকায়িত কয়েকটি ব্যাগ তল্লাশি করে ১৬২ লিটার বিদেশি মদ, পরিত্যক্ত ৩৪টি শাড়ি, ১৫টি ওয়ান পিস ও ১৬ কেজি কসমেটিকস মালিকবিহীন অবস্থায় বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সানজিদা খানম আরও জানান, পরবর্তীতে ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে একটি তালাবদ্ধ সংরক্ষিত রুম হতে আরও ২৭ লিটার এবং ভারতীয় পাসপোর্টধারী ফ্রিকোয়েন্ট যাত্রীর নিকট হতে ১৫ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৩ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।

বাজেয়াপ্ত পণ্যসমূহ পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ০৪ ডিএম মূল্যে কাস্টম হাউস, ঢাকার নিকট জমা করা হয়েছে বলেও জানান শুল্ক গোয়েন্দার এই কর্মকর্তা।

সোনিপতের কাছে যমুনা নদীতে গ্যাসের পাইপ লিক

সোনিপত, ২৬ জুলাই (হি. স.) : হরিয়ানার সোনিপতের ঘাসৌলি গ্রামের কাছে পানিপত শোধনাগার থেকে উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার গ্যাস পাইপলাইনটি ফুটো হয়ে যায়। গ্যাস লিক হওয়ার পর মাটিতে চাপ পড়তে শুরু করলে মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকরা বিষয়টি জানান। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তাকর্মী অরুণ গ্যাস লিকের বিষয়টি শীর্ষ কর্মকর্তাদের জানান। অরুণ জানান, গ্যাস লিক হওয়ার পর পানিপথ রিফাইনারির কন্টোল রুমে চেক করা হলে গ্যাসের চাপ কম ছিল। টিম গানৌরকে তাৎক্ষণিকভাবে পানিপথ থেকে ঘাসৌলি-চান্দাউলির মধ্যে গ্যাস লিক সাইটে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, যমুনায় জল প্রবাহের কারণে পাইপলাইন মেরামতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই সোনিপত ও এর আশেপাশের এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। সুরক্ষার জন্য, লাইনটি পেছন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুরো টিম পাইপলাইন মেরামতের কাজ করছে। এদিকে খবর পেয়ে গণঘর এলাকার পুলিশ ও প্রশাসন তাদের দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

তহসিলদার মনোজ কুমার জানান, তিনি খবর পেয়েছেন, পুলিশ অফিসারও সেখানে পৌঁছেছেন, এখন যে ত্রুটি ধরা পড়েছে সেটার মেরামত করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ কর্মীদের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আটকে পড়েছিল জালে, জলপাইগুড়িতে পাইথনকে জঙ্গলে ছেড়ে দিল বন দফতর

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই (হি.স.): ফসলের ক্ষেতে রাখা জালে আটকে পড়া একটি পাইথনকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দিল বন দফতর। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ির মানবাজার রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দুলালডি গ্রামের পাশ থেকে উদ্ধার হয় ৬ ফুটের একটি পাইথন। চাষের জমিতে জালের মধ্যে জড়ানো অবস্থায় ওই সাপটিকে দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন।

স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন বন দফতরের, খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসেন বন দফতরের কর্মীরা। বন দফতরের কর্মীরা এসে জালে জড়িয়ে থাকা পাইথনটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন, এরপ গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

লোকসভায় পাশ বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী বিল, দিনের মতো মুলতুবি নিম্নকক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.): ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী বিল, ২০২৩। বুধবার ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী বিল, ২০২৩। যৌথ কমিটির রিপোর্টে সমস্ত প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে অনড় বিরোধীরা, বিরোধীদের স্লোগান ও হইহট্টগোলের কারণে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে নিম্নকক্ষের অধিবেশন।বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হয়। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পর কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে আত্মবলিদান দেওয়া জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপরই মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য সদনে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির দাবি করে বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন, এই স্লোগানের মধ্যেই লোকসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা ও পরে দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভাতেও স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা, তাই রাজ্যসভার অধিবেশনও দফায় দফায় মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

বিধানসভায় রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন বাবুল

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : বুধবার বিজেপির ওয়াকআউট ঘিরে উত্তাল হয়েছিল বিধানসভা। অথচ এদিনই অন্য এক ছবির সাক্ষী থাকল বিধানসভা। বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়র কাছে গান শুনতে চাইলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের আবদার রেখে রবীন্দ্র সংগীত শোনালেন বাবুল।এদিন পর্যটন নিয়ে আলোচনা হয় বিধানসভায়। সেই আলোচনা শেষে তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র কাছে গান শুনতে চেয়েছিলেন স্পিকার। সকলের উদ্দেশে বলেছিলেন, এরপর বাবুল একটি রবীন্দ্র সংগীত শোনাবেন। আবদার রেখে রাজ্যের মন্ত্রী গেয়ে শোনান, 'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া'। এরপর কারগিল দিবসে শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী।শত তর্ক-বিতর্কের মাঝে মন্ত্রীর গানে বিধানসভার উত্তপ্ত পরিবেশটা কিছুটা হলেও এদিন হালকা হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, এদিন বিধানসভায় রাজ্য মহিলা নির্যাতন নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি। বিধানসভার বাইরে থেকে বিজেপি বিধায়করা সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।অগ্নিমিত্রা পলের কথায়, "বাংলায় নারীরা সুরক্ষিত নেই। ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটছে, না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটি কথাও বলছেন না। কিন্তু মণিপুরের জন্য কাঁদছেন।" এদিকে ভাঙড় নিয়ে বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনেন নওশাদ সিদ্দিকি।

কাঁটাতারের

● প্রথম পাতার পর

ললিত নমের গলায় ধারালো দা ধরে রেখে চিৎকার না দেবার জন্য বলে। ষাট বছরের ললিত নম ভয়ে চুপচাপ ছিলো। বিপ্লব মালাকার পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি মাছ ফেরি করে বিক্রি করে পরিবার প্রতিপালন করেন বিপ্লব মালাকার। অভাবী বিপ্লবের বাড়িতে ঢুকে গরু এবং বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন বিপ্লব। এভাবে শহর এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাটা তার কেটে চুরি হওয়ায় বিশেষ করের থানার তিনশো মিটারের মধ্যে এবং বৌলাপাশা এলাকার বি.এস.এফ ক্যাম্পের পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাটা তার কেটে চুরি হয়ে যাওয়ায় পুলিশ এবং বি.এস.এফের ভুমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিদ্ধারত দত্ত সহ আরও অনেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে খোঁজ খবর নেন।

অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

প্রস্তুত রয়েছে। আমরা মণিপুর নিয়ে আলোচনা চাই... অধিবেশন শুরুর আগে তাঁরাও আলোচনা চেয়েছিল। আমরা রাজি হলে তাঁরা বিধিমালার বিষয়টি তুলে ধরেন। আমরা যখন নিয়মের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি, তখন তাঁরা নতুন ইস্যু নিয়ে এসেছে যে প্রধানমন্ত্রীকে এসে আলোচনা শুরু করতে হবে। আমি মনে করি এই সব অজুহাত।'

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

তাঁদের দাবি, বর্তমানে প্রতি মাসে মাসে যে পদ্ধতিতে বিল দেওয়া হচ্ছে সেইভাবে পরিশোধ করার নিয়ম চালু থাকুক।

তিন যুবক

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বহু রহস্য বের হয়ে আসতে পারে। এবং সহসাই এই ঘটনার সাথে জড়িত মূল পান্ডাকে জালে তুলতে পারবে বলে মনে হচ্ছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহরে ম্যারথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে প্রগতিশীল সবকিছুর মূর্ত প্রতীক। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা ২০২১ সালের ১২ মার্চ থেকে শুরু হয় যা আমাদের স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিকীর ৭৫ সপ্তাহের কাউন্টডাউন শুরু করে এবং ১৫ই আগস্ট, ২০২৩ এ এক বছরের পরে শেষ হবে। দেশে স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবময় ইতিহাসকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই সরকারের লক্ষ্য। দেশের বীর সন্তানদের কথা স্মরণ করতেই জেলা ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত রাজ্যের সমস্ত জানা ও অজানা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ। আর তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার সকালে কৈলাসহরের সমরুরপাড় বি.এস.এফ ক্যাম্পের সামনে থেকেই শুরু হয় তিনটি পূর্ব নির্ধারিত গ্রামের ২৫ জন করে মোট ৭৫ জনকে নিয়ে এক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার। উক্ত এই প্রতিযোগিতা সমরুরপাড় থেকে শ্রীরামপুরের ট্রাইজংশনে এসে শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বিরো কে নাম এই কর্মসূচি রাজ্যের ৭৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন কর্মসূচির অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। কৈলাসহর মহকুমায় শ্রীরামপুর সূর্যমনি হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল ভদ্রপল্লী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং রাংগাউটি স্কুলে সপ্তাহব্যাপী নাচ গান নাটক ইত্যাদি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একইভাবে শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাংগাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার যুবকদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৭৫ সীমান্ত গ্রাম কর্মসূচিকে সামনে রেখে উক্ত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ২৫ জন করে ৭৫ জন যুবক বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে অংশ নিয়েছে। শান্তির পায়রা মুক্ত আকাশের দিকে উড়িয়ে দিয়ে ম্যারাথন দৌড়ের শুভারম্ভ করেন কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় এবং চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন সন্দীপ কর্মী, যুব ও ক্রিয়া দপ্তরের ঊনকোটি জেলার অধিকর্তা অর্জুন দেবনাথ। এছাড়াও ক্রীড়া দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ম্যারাথন দৌড় শুরুর পূর্বে কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় এবং যুব ও ক্রিয়া দপ্তরের ঊনকোটি জেলার অধিকর্তা অর্জুন দেবনাথ ।

৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বিরো কা নাম উত্তর কলমচৌড়ায় নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি,বক্সনগর, ২৬ জুলাই।। ৭৫ সীমান্ত গ্রামের মধ্যে বিরু কা নাম পর বিভিন্ন কর্মসূচি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তথ্যসংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক। তারই অঙ্গ হিসেবে বক্সনগর আর ডি ব্লকের মধ্যে উত্তর কলম চৌড়া টাউন হল ঘরে, আজ থেকে সাত দিন ব্যাপী বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৬ শে জুলাই থেকে চৌটা আগস্ট পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলি হল দলগত নিত্য, সংগীত, নাটক, এবং অংকন, প্রতিদিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন। তাছাড়া রয়েছে প্রিয়া সংস্কৃতি বিভিন্ন ইভেন্টস এর খেলা চেয়ার কালচার দড়ি টানাটানি দৌড়। আজ সকাল সাড়ে ১১ ঘটিকার সময় টাউন হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন, বক্সনগর আর ডি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। উদ্বোধনী সংগীত দেশাত্মবোধক পরিবেশন করলেন ছাতিয়ান টিলা হাই স্কুলের ছাত্রীরা। স্বাগত ভাষণ প্রদান করলেন উত্তর কলম চৌড়া বিশিষ্ট সমাজ সেবক নারায়ন সরকার। তারপরক্ষণে কলম চৌড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দলগত সঙ্গীত গাইলেন। বর্ডার বইয়ের গান দিয়ে মনমুগ্ধ করলেন শ্রোতাদের মন। রামকৃষ্ণ শিল্পকলা একাডেমী ছাত্র-ছাত্রী রা।তারপর প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করলেন মসনগর আন্টি ব্লকের ভিডিও অনিমেষ দেববর্মা। উনি ওনার ভাষনে বলেন আমাদের বক্সনগর ব্লকের মধ্যে সীমান্ত গ্রাম পাঁচটির মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। যা বীর শহীদের স্মরণে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্যি মানুষের প্রহারত দেশ রক্ষার্থে অনস্বীকার্য। ওরা দেশ মাতৃকার জন্য কোন বিসর্জন পর্যন্ত দিয়ে রক্ষা করেন ওদের রক্তের সহিত কোনদিন তাই আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদেরকে নমস্কার। এও বলেন আজকে যারা আগামী দিন ১০ এর জন্য নীতিভাবে গড়ে উঠ ভালোবাসো বীর শহীদদের প্রতি। ব্লকের গ্রামগুলির মধ্যে উত্তর কলম চওড়া বক্সনগর সেগুলিতে ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বিরুকা চলছে। আজকের এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানে সভাপতি আসন অলংকৃত করেন উত্তর কলম চৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আব্দুল হক। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির,সদস্য কানু সরকার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জয় সরকার , বিশিষ্ট সমাজসেবক সমীর রঞ্জন রায়, দীপক সাহা, নারায়ন সরকার, খিরোদ সরকারএবং শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডল। তারপর রাম কৃষ্ণ একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীরা জুতা আবিষ্কার নাটক পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানটি খুব জাকজমক ছিল এবং মনমুগ্ধকর পরিবেশ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জারি থাকবে। সরকারের ভুল-ত্রটিগুলি সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরলে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও সরকারের সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশন রাজ্য সরকার কাম্য করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোনও কাজের ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে কাজের উৎকর্ষতা বাড়ে। আর এটাকে ধরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের যুগে সমতা বজায় রেখে চলাও প্রয়োজন। এ ধরণের কর্মশালা সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা আরও বৃদ্ধি করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, প্রযুক্তির উন্নতির যুগে এই ধরণের কর্মশালা খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের সংবাদ, ফিচার তৈরী করার ক্ষেত্রেও তা কাজে লাগতে পারে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি, নির্দেশিকা সঠিকভাবে জনগণের মধ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার সব সময়ই গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশন আশা করে। সাংবাদিকদের আরও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২০১৯ সালে এধরণের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ১৮০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প, পেনশন বৃদ্ধি, বীমা চালু, বি'পন প্রণয়ন নীতি সহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে যথেষ্ট আন্তরিক। সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালুর উদ্যোগ। স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, ৪ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং ওয়েব মিডিয়ার ৩০০ উপর সাংবাদিক অংশ নেবেন। সংবাদ জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ৮ জন রিসোর্সপার্সন কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেবেন। উন্নত প্রযুক্তির যুগে সাংবাদিকদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই কর্মশালা কাজে লাগবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিটিআই'র পূর্বাঞ্চলের এডিটর জয়ন্ত রায় চৌধুরী এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

এডিজি

● প্রথম পাতার পর

মহানির্দেশক সীমান্ত ফাঁড়িগুলি পরিদর্শন করেছেন। আরো জানা গেছে নেশা কারবারি এবং চোরাচালান বন্ধ করতে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে বিএসএফ। ইতিমধ্যেই নেশা সামগ্রী সহ বিভিন্ন চোর কারবারি সঙ্গে যুক্তদের আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। বিএসএফের এই সাফল্যের বিষয়টি উঠে আসে এ দিনের বৈঠকে। তবে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বিএসএফ আগামী দিনে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে বিএসএফ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

প্রয়াত অসমিয়া 'টোকারি গীত'-এর সাধক উমাকান্ত বৈরাগী

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : চলে গেলেন অসমিয়া 'টোকারি গীত' (লোকসংগীত)-এর সাধক উমাকান্ত বৈরাগী। প্রায় আট মাস অসুস্থ থাকার পর আজ বুধবার গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়ি এলাকার কাঞ্চননগনে নিজস্ব বাড়িতে ৮০ বছর বয়সে সকাল ৭-টা ১৫ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে চৈতন্য ও মানবপ্রেমের ঝরনা প্রবাহকারী আজীবন সংগীত-সাধক উমাকান্ত। বিকালে বহু গুণমুগ্ধের উপস্থিতেতে সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।তাঁর টোকারি (দোতারার মতো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) মাদকতা এবং শারীরিক ভঙ্গিমা সংগীতে অনন্য মাত্রা প্রদান করেছিল। পরিশিলীত উপস্থাপনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনা মানুষের মনে বিরল স্পন্দন দিত। ১৯৪২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ডিব্রুগড়ের খোয়াঙের চাউলকড়া গ্রামে জন্ম হয়েছিল এই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীর। শৈশব থেকে লোকসংগীতে সাধনাকে তিনি ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। সেই সাধনাকে অবলম্বন করে অসমের লোকসংগীত যথাক্রমে দেহতত্ত্ব, টোকারি গীত, গায়ন-বায়ন, দিহা নাম, নাম প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক চর্চা করে সারাটা জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন।কাঁধ বরাবর মাথা ভরতি শুভ্র চুল-দর্শন মহান এই লোকসংগীতের সাধকে ১৯৬৯ সালে ডিব্রুগড়ের আকাশবাণী কেন্দ্রে নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। প্রভাতে আকাশবাণী ডিব্রুগড় কেন্দ্রে সম্প্রচারিত তাঁর কণ্ঠে দেহতত্ত্ব ও টোকারি গীত শুনেই বহুজন তাঁদের দিন শুরু করতেন।এছাড়া ডিব্রুগড় দূরদর্শন কেন্দ্র, গুয়াহাটি দূরদর্শন এবং অন্যান্য বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে উমাকান্ত বৈরাগি মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি দুটি দিহা নামের সংকলিত বই প্রকাশিত হয়েছে। অসমের প্রথম টোকারি গীতের ক্যাসেট ১৯৮৫ সালে তৈরি করেছিলেন তিনি। অ্যালবামের ছিল বৃন্দাবন।এছাড়া ১৯৮৮ সালে কলকাতায় তাঁর পরিচালনা এবং কণ্ঠে মুক্তি লাভ করেছিল টোকারি গীতের ক্যাসেট মথুরা। ১৯৮৯ সালে পরম গুরু এবং অমিয়া মাধুরি নামে আরও দুটি বেরিয়েছিল। ''ধর্ম শিরোমণি'' নামে তাঁর একটি টোকারি গীতের সিডিও বের হয়। টোকারির পাশাপাশি খোল, মৃদঙ্গ সহ প্রায় বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। এছাড়া সত্রীয়া সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণকারী উমাকান্তের ভাওনা নাম প্রসঙ্গ ইত্যাদিতেও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।গুয়াহাটি ছাড়াও অসমের বিভিন্ন স্থানে যুবপ্রজন্মকে টোকারি গীতের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে বহিঃরাজ্যেও বহু অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে ডিব্রুগড় আকাশবাণী কেন্দ্র তাঁকে ''বৈরাগী'' উপাধি প্রদান করেছিল। ২০০৬ সালে যুবতীর্থ কর্তৃক সম্মানিত এই শিল্পীকে অসম সরকার প্রদান করেছিল এককালীন শিল্পী সাহায্য। তাছাড়া ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা মন্ত্রালয় তাঁকে ''গুরু'' সম্মানে বিভূষিত করেছিল। ২০১২ সালে তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল শিল্পী পেনশন। ২০১৩ সালে লাভ করেছিলেন সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার। এই শিল্পীর গান ১৯৭৫ সালে রেডিও মস্কোর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছিল। গুয়াহাটির কলাক্ষেত্রের আরকাইভে তাঁর ১৪টি নির্বাচিত গান ও তাঁর ব্যবহৃত লোকবাদ্য টোকারি একটি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

সি পি এমের ব্লক অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার বড়জোড়ায়

বাঁকুড়া, ২৬ জুলাই (হি.স.) : সি পি এমের বড়জোড়া ব্লক অফিস ঘেরাও কে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের দিন ও গননার দিন ব্যপক ছাপ্পা ও কারচুপি করে শাসকদলের প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করার অভিযোগে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করে বিডিও অফিস অভিযানের ডাক দেয় বড়জোড়া ব্লক সিপিআইএম।

বড়জোড়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বেলিয়াতোড় এরিয়া সম্পাদক সুজিত চক্রবর্তী ও বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরীর নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিলে বহু মানুষ যোগ দেন।মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য যদুনাথ রায়, শ্রমিক নেতা মহাদেব সিংহ, যুব নেতা প্রশান্ত ভুঁই। বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বিডিও অফিসে র সামনে হাজির হলে বিডিও অফিসের সামনে লোহার ব্যারিকেড দিয়ে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। মিছিলকারীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে ধুন্ধুমার কান্ড শুরু হয়।বিক্ষোভ কারীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। মহিলারা পুরুষ পুলিশের দিকের অংশে ঢোকার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের আটকাতে গিয়ে কয়েকজন মহিলা পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। শেষমেষ বড়জোড়ার আইসির অনুরোধে সুজিত চক্রবর্তীদের ৫ জন প্রতিনিধি বিডিও অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি জমা করেন। কিন্তু তারা বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সাথে কোনও কথা বলেন নি। সুজিত চক্রবর্তী বলেন, আমরা মনে করি ভোট ও গননার দিন যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য বিডিও সরাসরি দায়ী। পুলিশ ও প্রশাসন মিলে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করেছিল। কাজেই বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করার প্রশ্নই নেই।সিপিআইএম দলের সুজয় চৌধুরী বলেন, ভোটের দিন গোটা ব্লক জুড়ে শাসক দলের দুস্কৃতিরা তান্ডব চালিয়ে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। পাশাপাশি গননার দিন কারচুপি করে সিপিআইএম প্রার্থীদের হারানো হয়েছে। তার দাবি বড়জোড়া হাইস্কুলের পিছনের জঙ্গলে তাদের ৩৫ নং জেলা পরিষদ আসনের প্রার্থী শ্যামলী রায়ের নামে ছাপ দেওয়া ২৩৬ টি ব্যালট পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, স্ট্রং রুম থেকে ব্যালট বাক্স থাকা তাদের প্রার্থীর ব্যালট বের করে নিয়ে তৃনমূল প্রার্থীর নামে অবৈধ ব্যালট ছাপ মেরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ২০ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। তাদের প্রার্থীদের হারানোর জন্য বিক্ষোভকারীরা বিডিও ও আইসিকে গ্রেফতারের দাবী করেন।বিষয়টি বিচারাধীন বলে বিডিও সুরজিৎ পন্ডিত কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তবে বড়জোড়ার তৃনমূল বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, সিপিআইএম মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। জঙ্গলে যে ব্যালট পেপার পেয়েছেন বলে ওনারা দাবি করছেন সেগুলি আসল না নকল তার তদন্ত হোক বলে তিনি দাবী করেন।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

তিনটা নাগাদ চড়িলাম পুরানবাড়ি এলাকায় স্কোরপিও গাড়ি উল্টে আহত হয়েছেন মহিলা সহ চারজন। তাদেরও নিয়ে আসা হয় বিশালগড় হাসপাতালে।

এদিকে, বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকা থেকে একটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িকে উদ্ধার করে নিয়ে আসলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শান্তির বাজার থানার নিকট খবর যায় বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় একটি বাড়িতে দুর্ঘটনাগ্রস্থ একটি গাড়ি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে দেখতে পায় বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় একটি বাড়িতে টি আর ০১ বি কে ০

দৃষ্টিহীনদের বিশ্ব ফুটবলে বাংলার দুই যুবতী

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : এই বছরের আগস্টের মাঝামাঝি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হবে 'মহিলা দৃষ্টিহীনদের বিশ্ব ফুটবল'। এর জন্য বাংলার দুই দৃষ্টিহীন ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন। সঙ্গীতা মেত্য এবং প্রতিমা ঘোষ কেরালার শিবিরে গিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁরা যুক্তরাজ্যে রওনা হবেন।

একদিকে এটি রাজ্যের দৃষ্টিহীন মেয়েদের ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত খবর, এই সঙ্গে এটি খেলাধুলার প্রতি সরকারের উদাসীনতার খবর হিসাবেও চিন্তা করার মতো।

কেরালায় কোচিতে ১০ দিনের নির্বাচন শিবিরের পর তাঁদের বাছাই করা হয়েছে। দলটি যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে ভারতীয় দৃষ্টিহীন ফুটবল ফেডারেশন (আইবিএফএফ) ২৫ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত মেয়েদের জন্য দুই সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করবে। রাজ্যের দৃষ্টিহীন মেয়েদের মধ্যে ফুটবল প্রচারের মূল চালিকাশক্তি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গল (এফএবিবি) সচিব গৌতম দে। তিনি জানিয়েছেন, "এই প্রথমবারের মতো বাংলার মেয়েরা এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এর আগে শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন ছেলেরাই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।"

গৌতমবাবু জানান, "আমি মেয়েদের অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। খেলাধুলা করার জন্য যাঁরা আমাদের অধীনে প্রশিক্ষণ নেন, তাঁদের এটা বোঝানো কঠিন। কারণ তাঁরা তাঁদের মেয়েদের সুস্থতা নিয়ে শঙ্কিত। ফুটবল খেলতে আসা এ রকম মেয়েরা খুব দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। অভিভাবকরা মেয়েরা আহত হতে পারেন ভেবে ভয় পান।"

গৌতমবাবু নিজে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্ধ ফুটবলার হয়ে খেলেছেন। এর জন্য সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতার চরম অভাব। এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "এটা সত্যি দুঃখের এবং খুবই হতাশাজনক। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ইভেন্টের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোনও সরকারি স্বীকৃতি আমাদের কাছে আসেনি। সরকার এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও আর্থিক বা অবকাঠামোগত সহায়তা দেয়নি।"

গৌতমবাবু জানান, "এই প্রশিক্ষণের জন্য আমরা খুব কমই বিমান ভাড়া বহন করতে পারি। দুটি মেয়েকে কোচি যাওয়ার জন্য রেল ভাড়ার ব্যবস্থা করাও কঠিন মনে হচ্ছিল। আইবিএফএফ পরামর্শ দিয়েছিল যে আমরা এই মেয়েদের জন্য খাবার নিয়ন্ত্রণ করি। কিন্তু, কিছু তো ওদের পুষ্টি দিতে হবে! এমনকি তাদের প্রশিক্ষণের জন্য আমি তাদের একটি জিমে ভর্তিও করতে পারি না।"

খেলাধুলার প্রতি উদাসীনতার অভাব স্পষ্ট যে মেয়েরা প্রশিক্ষণের জন্য খুব কমই জাতীয় স্তরে কোনও খেলায় অংশ নিতে পারে। সঙ্গীতা একজন স্ট্রাইকার হিসেবে খেলেন। সঙ্গীতা ও প্রতিমার বাবা ভাগচাষীর কাজ করতেন। বিদেশে তাঁরা দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি সঙ্গীতা। তাঁরা বলেন, "আমরা দলের জন্য আমার সেরাটা দেব। কিন্তু আমাদের কাছে সঠিক কিট নেই। পরিবারও অর্থের জন্য কঠিন চাপে রয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তারা খুব কমই বহন করতে পারে।"

আইবিএফএফ-এর ক্রীড়া পরিচালক এবং প্রধান কোচ সুনীল জে ম্যাথিউ বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাইনি। স্বতন্ত্র স্পনসরশিপের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করেছি। খেলাটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কর্পোরেট স্পনসরশিপের পাশাপাশি সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। সব মেয়েই অভাবী ঘর থেকে এসেছে। আমরা বার্মিংহামে সেরা চারে উঠতে আশাবাদী।"

ত্রিপুরা সরকার
ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মাইনরিটি শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের আগরতলা মেলারমাঠস্থিত হজ ভবনে ৩ (তিন) মাসের ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ প্রার্থীকে কমপক্ষে মাধ্যমিক / আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ মেয়াদকালীন সময়ে হজ ভবনে ফ্রি থাকার ব্যবস্থা করা হবে (খাবার দায়িত্ব নিজেরা বহন করিতে হইবে), মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে সঙ্গে একজন প্রকৃত আভিভাবক থাকিতে পারিবে।

উক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের জানানো যাইতেছে যে, যাহারা উক্ত ফ্রি কম্পিউটার প্রক্ষিশণ নিতে ইচ্ছুক তাহারা আগামী ১৬ই আগস্ট ২০২৩ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র (মার্কসীট), আধার কার্ড, পিআরটিসি সহ সাদাকাগজ কার্যনির্বাহী আধিকারিক, ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি বরাবরে আবেদন করিতে পারিবে। মাধ্যমিক / আলিম পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি অফিস, মেলারমাঠ, আগরতলায় যোগাযোগ করিতে পারিবে। (ফোন ০৩৮১ ২৩৮৭৫৮৩)

মোঃ হাবিজ উদ্দিন
কার্য নির্বাহী আধিকারিক
ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি

ICA-D-657/23

The **Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura **percentage rate two bid system e-tender** from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **16/08/2023** for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of School Building (Dilapidated) at Mangalkali School under Jubarajnagar block of North Tripura District under Samagra Shiksha for the year 2022-23. DRAFT NIT NO: 33/SE/ENGG.CELL/DSE/2023-24	Rs. 42,10,300.00	Rs. 84,206.00	4(Four) months	Up to 3PM 16/08/2023	At 17/08/2023 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-1588/23

NOTICE INVITING QUOTATIONS

Sealed Quotations are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for supply & installation of 2 nos. 1.8 Ton 5 Star Inverter Split AC for Tripura State Data Centre (TSDC). The details may be seen at https://dit.tripura.gov.in/

The interested bidders may drop their quotation at the office of the undersigned on or before 5th August, 2023 by2 P.M.

Director, IT
Govt. of Tripura

ICA/C-1580/23

Notice Inviting Tender

Directorate of **Kokborok & Other Minority Languages**, Government of Tripura invites Open Tenders from the bonafied **Printing Agencies/Firms for printing of Kuki-Mizo Text Book**. The interested bidders are requested to quote their rate **for printing of Kuki-Mizo Text Book** as per details below:

Scope of work in brief	EMD	Contract Period	Period of Collecting Bidding Documents	Date of Submission of Tender
for printing of 2000 nos Kuki-Mizo Language Text Book for the Directorate of Kokborok Other Minority Languages.	Rs5,000/- (refundable)	15days from the date of Award of Contract (AoC)	(*from the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Office Lane) From 27-07-23 11:00 am to 09-08-2 to 3:30 pm on all (on all working days)	(*at the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Office Lane) From 27-07-23 11:00 am to 5:00 pm (*on all working days) To 09-08-23 at 3:30 pm.

(D.DEBBARMA, TCS,SSG)
Director
Kokborok & Other Minority Languages
Government of Tripura
Education Deptt. (School)

ICA/C-1577/23

ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার প্রাপ্তি

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.): টেস্ট ক্রিকেটই আসল ক্রিকেট। টেস্ট সিরিজেই আলোচিত হয় কোন খোলোয়াড় ভাল খেলে উঠে এল। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারত খেলেছে দুটো টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট বৃষ্টির কারণে সম্পূর্ণ খেলা হয়নি। ম্যাচ ড্র হয়েছে। এই টেস্ট সিরিজে টিম ম্যানেজমেন্ট একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে পাঠিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে। যেমন বাঁ হাতি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল, কিপার-ব্যাটার ঈশান কিষাণ, পেসার মুকেশ কুমার এবং শুভমন গিলকে। এই চারজন কেমন পারফর্ম করে সে দিকেই লক্ষ্য ছিল টিম ম্যানেজমেন্টর।

এবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের স্ট্যান্ড বাই ছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল ও মুকেশ কুমার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য এই দু-জনকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে মূল স্কোয়াডে রাখা হয়। ঈশান কিষাণও ফাইনাল স্কোয়াডে ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজে অভিষেক হয়েছে এই তিনজনেরই। প্রথম টেস্টে অভিষেক হয় যশস্বী এবং ঈশানের। কিন্তু অধিনায়ক রোহিত শর্মার ওপেনিং পার্টনার হিসেবে যশস্বী দারুন সফল। প্রথম ম্যাচেই নজর কাড়েছেন ১৭১ রান করে। তাছাড়া সিরিজে সর্বাধিক রান যশস্বীরই। আর ঈষান প্রথম টেস্টে কিপিংয়ে নজর কেড়েছেন কিন্তু ব্যাটিংয়ে নজর কাড়েন নি। তবে পোর্ট অব স্পেনের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দলের প্রয়োজনে করেছেন বিধ্বংসী ব্যাটিং। তাছাড়া জাডেজা-অশ্বিনের বিরুদ্ধে কিপিংটাও ভালো করেছেন।

আর ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল-বলে খেলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মুকেশ কুমার পোর্ট অব স্পেনের দ্বিতীয় টেস্টে অভিষেক ঘটিয়েছেন। অভিষেকেই ভারতীয় দলকে ভরসা দিয়েছেন মুকেশ। সুতরাং বিশ্বকাপের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এই তিন মূর্তির আসল পরীক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভালো কিছু করতে পারলে যশস্বী, ঈশান, মুকেশরা টেস্ট ক্রিকেটে একটা ভালো জায়গা করে নেবে বলা যায়। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাবার আগে যার উপর খুবই ভরসা ছিল সেই শুভমন গিল খুবই হতাশ করেছেন। তাঁর পারফরম্যান্সই চাপে রাখছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

অবিশ্বাস্য! টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৮ রানে ৭ উইকেটের রেকর্ড গড়লেন ইদ্রুস

কুয়ালালামপুর, ২৬ জুলাই (হি.স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়লেন মালেয়েশিয়ার পেসার সাইয়াজরুল ইদ্রুস। চার ওভার বোলিং করে ৮ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিলেন তিনি। সব আউটই ছিল বোল্ড! এর মধ্যে প্রথম ওভারে কোনও উইকেট নেই। অবিশ্বাস্য কান্ড ঘটালেন এই মালেয়েশিয়ান ক্রিক্রেটার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এশিয়া 'বি' বাছাইপর্বে চিনের বিপক্ষে বুধবার ৮ রানে ৭ উইকেট নিলেন ইদ্রুস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম কোনও বোলার এক ম্যাচে ৭ উইকেট নিতে পারলেন। সব মিলিয়ে তার বোলিং ফিগার ৪-১-৮-৭। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আগে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড ছিল ৫ রানে ৬ উইকেট। ২০২১ সালে সিয়েরা লিওনের বিপক্ষে রেকর্ডটি গড়েছিলেন নাইজেরিয়ার পিটার আহো।

মহিলা ফুটবল : অপরাজেয় লীগ চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস স্কুল এবার সুপার লীগের অপেক্ষায়

স্পোর্টস স্কুল-৩ | কিল্লা মর্ণিং-০

(শ্রীয়া-২, বিনাতা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই। অপরাজিতভাবে লিগ অভিযান শেষ করলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রত্যাশিতভাবেই পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকে সুপারে ফোরে গেলেন কল্পনা দেববর্মার দল। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বুধবার সকালে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলে পরাজিত করে কিল্লা মর্ণিং ক্লাবকে। গ্রুপ লিগে ৬ ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে থেকে সুপারে গেলো স্পোর্টস স্কুল। এদিন হারলেও ১০ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থান পেয়ে সুপারে গেলো কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। দু-দলই সুপারের জন্য নির্বাচিত হয়ে যাওয়ায় এদিন ম্যাচে দেখার ছিলো কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেন কিল্লার ফুটবলাররা। শুরুতে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেও ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই পিছিয়ে পড়তে দেখা গেলো কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের মহিলা ফুটবলারদের। মূলত: স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলারদের গতির কাছেই মাথা নত করে মাঠ ছাড়লেন কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের মহিলা ফুটবলাররা। এদিন শুরু থেকেই দুদল আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে।

আক্রমণ প্রতি আক্রমণে একসময় ম্যাচ জমে উঠেছিলো। ২৮ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন শ্রীয়া দেব। এর ৩ মিনিট পর দলের এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন শ্রীয়া দেব। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিল্লার ফুটবলাররা। বার কয়েক পজেটিভ আক্রমণ করলেও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রক্ষণভাগে চিড় ধরাতে পারেননি। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে বিনীতা সিনহা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের জয় নিশ্চিত করে দেন। খেলা পরিচালনা করেন পল্লব চক্রবর্তী। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শ্রীয়া দেব।

টুর্নামেন্ট লীগ রুলস লংঘিত হবে টিএফএ-কে পুনরায় চিঠি এগিয়ে চলো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। লীগ রুলস অবমাননার শামিল। এগিয়ে চলো সংঘ থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হলেও ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বিষয়টাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করছেন না বলে এগিয়ে চলো সংঘ স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন প্রকাশ করছে। সঙ্গত কারণেই লীগ শুরু হলে আইনি বেড়াজালে প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট জড়িয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লীগ রুলস অনুযায়ী গত বছরের পয়েন্টের হিসেবে সর্বনিম্ন দলের অবনমন ঘটে এবং এ-ডিভিশনের দল বি-ডিভিশনে, বি- ডিভিশনের দল সি-ডিভিশনে খেলার রীতি রয়েছে।

কার্যত গত বছরের প্রথম ডিভিশন লীগ খেতাবের ফয়সালা এখনও আদালতের বিচারাধীন বলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন গত বছরের অবনমন ইস্যুকে সরিয়ে রেখে প্রথম ডিভিশন লিগ টুর্নামেন্ট শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিষয়টি লীগ রুলস লঙ্ঘিত হবে বলে এগিয়ে চলো সংঘ থেকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হলেও বিষয়টি কেন গুরুত্ব পাবে না, তা জানতে চেয়ে এগিয়ে চলো সংঘ থেকে পুনরায় আজ ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সকাশে অপর এক চিঠিতে গত ১৪ জুলাইয়ে প্রেরিত চিঠি-র রেফারেন্সে এ বিষয়ে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ভূমিকা জানতে চেয়েছেন। কার্যত লীগ শুরুর আগেই আইনি ঝামেলা এড়িয়ে ফুটবল সংস্থার সবদিক দেখে টুর্নামেন্ট শুরু করাই শ্রেয় বলে ফুটবল মহল মনে করছে।

বি-ডিভিশন ফুটবল : নবোদয়কে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় পুলিশের

ত্রিপুরা পুলিস-২ | নবোদয় সঙ্ঘ-০

(জগৎ বন্ধু, সঞ্জীব)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। দ্বিতীয় জয় পেলো ত্রিপুরা পুলিস। বুধবার পরাজিত করলো আসরের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ নবোদয় সঙ্ঘকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পুলিস ২-০ গোল পরাজিত করে নবোদয় সঙ্ঘকে।

জয় পেলেও তেমন আহামরি ফুটবল খেলতে পারেননি পুলিসের ফুটবলাররা। পল্টু চৌধুরির দলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জয় হাসিল করে নেয় ত্রিপুরা পুলিস। তপত গরমে দুদলের ফুটবলারারই এদিন কাহিল ছিলেন। ফলে খেলার মানও ছিলো নিম্নরূপ। দুদলেরই মাঝমাঠ বলতে কিছু ছিলো না। ফলে আক্রমণে তেমন তেজীভাব লক্ষ্য করা যায়নি। অনেকটা অভিজ্ঞতার জোরেই জয় ছিনিয়ে নেয় ত্রিপুরা পুলিস। ছন্নছাড়া ফুটবল দিয়েই শুরু হয় ম্যাচ। ২৯ মিনিটে নবোদয়ের রক্ষণভাগের ফুটবলারের ভুলে ফাঁকায় বল পেয়ে পুলিসকে এগিয়ে দেন জগৎ বন্ধু দেববর্মা।

প্রথমার্ধে আরও কয়েকটি সুযোগ পেলেও জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয়েছেন পুলিসের ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ব্যবধান বাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন পুলিসের ফুটবলাররা। ৫২ মিনিটে সঞ্জীব শীল ব্যবধান বাড়ান। এরপরও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলো পুলিস। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় নবোদয়ের জাল আর নাড়াতে পারেনি পুলিস। খেলা পরিচালনা করেন অসীম বৈদ্য।

আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ক্যারাটে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিলেন পর্ষদের প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। দিল্লিতে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ক্যারাটে প্রতিযোগিতা শুরু ৪ আগস্ট। দেশের রাজধানীর তালকোটরা স্টেডিয়ামে হবে আসর। ওই আসরে ভালো ফলাফল করতে প্রান্তিক ক্লাব এবং শতদল সঙ্ঘে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। রাজ্য সংস্থার সচিব তথা কোচ কৃষ্ণ সূত্রধরের তত্ত্বাবধানে চলছে অনুশীলন। ৩১ জুলাই সড়কপথে রওয়ানা দেবে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা। আসরে রাজ্যের খেলোয়াড়রা ভালো ফলাফল করবেই বিশ্বাস রাজ্য সংস্থার সচিব-এর। এদিকে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে বুধবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্ণালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী।

ছড়ন্নন্থত্নস্তুষ্ঠ ঙ্গথ: *বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট*

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৫	৪	১	০	১৬-৩	১৩
ব্লাডমাউথ	৫	৪	১	০	১৩-২	১৩
কল্যাণ সমিতি	৫	৪	০	১	১০-৮	১২
পুলিশ	৬	২	১	৩	৫-৯	৭
মৌচাক	৬	২	০	৪	১০-১০	৬
ভারতরত্ন	৫	১	২	২	৩-৬	৫
স্পোর্টস স্কুল	৫	১	১	৩	৭-১১	৪
নবোদয়	৫	০	০	১	৪-১৯	০

তিনি অনুশীলন দেখার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। ভালো খেলার জন্য প্রতিটি খেলোয়াড়কে উৎসাহ দেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা দলের প্রতিটি খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেন। আসরে ত্রিপুরা থেকে অংশ নেবেন ১২ জন খেলোয়াড়: বিপ্রজিৎ সাহা, শাঙ্কি কর্মকার, অভিপ্সা নাথ, প্রীয়া দেবনাথ, সুব্রত শর্মা, অঙ্কিতা মজুমদার, শুভজিৎ সিনহা, উদয় দে, হৃদ্ধি মারাক, যোগেন্দ্র মারাক, সোহানা ঘোষ এবং দ্বীপ সূত্রধর। কোচ: কৃষ্ণ সূত্রধর।

হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়াকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের অনুমোদন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়াকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াকে ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের স্থলে হ্যান্ডবল এসোসিয়েশন ইন্ডিয়া এখন সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সম্প্রতি বিশেষ করে ২৬ জুনে হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কার্যকরী কমিটির গঠনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং দ্বিগবিজয় সিং চৌতালাকে প্রেসিডেন্ট, এ. জগন মোহন রাওকে সেক্রেটারি জেনারেল এবং তেজরাজ সিং কে কোষাধ্যক্ষ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে প্রেরিত চিঠিতে অনুমোদনের কথা জানানো হয়েছে। এখন থেকে এই হ্যান্ডবল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া যথারীতি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন, এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনে এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন প্রাপ্ত হবে।

লিচুবাগানস্থিত অল ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কমার্শিয়াল কনজিউমার্স এসোসিয়েশনের আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহারকারী (পি.এন.জি) ব্যবসায়ীরা। ছবি নিজস্ব।

মিড ডে মিলে দুনীতির অভিযোগে শোকজ প্রধান শিক্ষক সহ বেশ কয়েকজনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুলাই।। বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক মহলের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে তারই বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে সোমবার দুপুরে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে।বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মিড ডে মিলে রান্না করা খিচুড়িতে সোমবার পাওয়া যায় মৃত আরশোলা সহ কালো পোকামাকড়।যা দেখে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের।এই খবর শুনে দ্রুত বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকারীক মলয় ভৌমিক, বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ। মহকুমা শাসক বিনয় ভূষন দাস ও জেলা শিক্ষা আধিকারীক মলয় ভৌমিক মিড ডে মিলের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক ও শিক্ষিকা দের সাথে কথা বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে শোকজ নোটিশ পাঠান। তৎসঙ্গে মিড ডে মিলের চালের গুনগতমান যাচাই করতে ডিসিএম সহ একদল প্রতিনিধি দের দায়িত্ব দেন।এই প্রতিনিধি দল বুধবার সকালে ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বিজয় কুমার দাস, খাদ্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর মৌসুমী চক্রবর্তী, ফুড সেফটি অফিসার রাহুল সাহা,ফুড টেকনিক্যাল এক্সপার্ট মঞ্জু সিংহ কলই। প্রতিনিধি দলটি মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে এসে মিড ডে মিলের চালের গুণগত মান পরীক্ষা করেন।গত মে মাসের চাল পর্যন্ত এখনো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস বলেন বিদ্যালয়ে নেই কোন চাল রাখার জায়গা, এই বর্ষার স্যাঁতস্যাতে অবস্থায় মেঝেতে চাল রাখা হয়েছে,আর এতে বাসা বেঁধেছে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়। কোন ব্যক্তি যতই গরীব হোক না কেন তার বাড়িতে চাল রাখার ভান্ডারটা অবশ্যই থাকে এটাই নিয়ম।আমরা যখন ঠাকুরের কাছে অন্নভোগ নিবেদন করি সেটাও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়।যাতে পরবর্তীতে সেই প্রসাদ মানুষ খেতে পারে।এটা তো বিদ্যালয় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মন্দির। এখানে কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের এই নিম্নমানের নিকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করা হয়। পরিদর্শন শেষে ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান প্রায় একশো সাত বস্তা চাল এখনো খারাপ পর্যায়ে আছে।যা খাবার মোটেই যোগ্য নয়। কয়েকটি বস্তা থেকে আমরা চাল সংগ্রহ করেছি যেগুলো ফুড টেকনিক্যাল এক্সপার্ট আগরতলায় পাঠাবেন পরীক্ষার জন্য।সাত দিন পর রিপোর্ট আসলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এই বিষয়ে মিড ডে মিলের দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করা হলে উনারা উপযুক্ত উত্তর দিতে পারেননি।যেটা দিয়েছেন চাল মজুত রাখার উপযুক্ত জায়গা উনারা করতে পারেন নি।এটা আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মানতে নারাজ। কেননা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এই বাজে নিকৃষ্ট খাবার খেয়ে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই দায়ভারও উনাদের। আপাতত পরিদর্শন শেষে প্রধান শিক্ষক সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানান ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস।মিড ডে মিল ছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নিয়েও ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবক দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ। বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল রান্না ঘরের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি সেফটিক ট্যাঙ্ক আছে।যার দুর্গন্ধে এবং রান্না ঘরের পরিত্যক্ত বর্জ্যের দুর্গন্ধে পাশে থাকা শ্রেণী কক্ষের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি প্রায় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে ছাত্র-ছাত্রীরা। এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবক মহলের একটাই দাবি বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নব নির্মিত শ্রেণী কক্ষের কাজ,মিড ডে মিলের দুর্নীতির সহ সমস্ত অভিযোগ গুলো যেন অতিদ্রুত সমাধান করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা যেন একটা সুস্থ স্বাভাবিক দুর্নীতি মুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়।

সাংবাদিক নবেন্দু ভট্টাচার্যের পিতৃ বিয়াগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। প্রয়াত হলেন প্রাক্তন শিক্ষক পবিত্র কুমার ভট্টাচার্য। তার একমাত্র সন্তান নবেন্দু ভট্টাচার্য রাজ্যের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র। আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য ছাড়াও রাজ্যের দৈনিক সংবাদপত্র সত্য ভাষণ পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন নব্যেন্দু।

দীর্ঘ রোগভোগের পর আজ বুধবার ২৬ জুলাই ২০২৩ ইং তারিখ সকাল ৮টা ৫৫ মিনিট নাগাদ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সত্য ভাষণ পত্রিকার সম্পাদক নবেন্দু ভট্টাচার্যের পিতা পবিত্র কুমার ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর ৯মাস। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধূ ও দুই নাতি নাতনি সহ রেখে গেছেন অসংখ্য অনুরাগী ও গুনমুগ্ধদের।

গত কয়েক মাস যাবত তিনি কিডনি জনিত রোগে ভুগছিলেন। সম্পাদক নবেন্দু ভট্টাচার্যের পিতা প্রয়াত পবিত্র কুমার ভট্টাচার্য শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন। ১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালে বাংলায় এমএ করেন। ১৯৭০ সালেই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার বাণীপুর বিদ্যাপীঠে প্রথম শিক্ষকতার সাথে যুক্ত হন। এরপর সেই বছরেই পিজিটি শিক্ষক পদে বিলোনিয়া বিকেআই বিদ্যাপীঠে চলে আসেন। এরপর কিছুদিনের মধ্যে রাণীরবাজার বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ২০০৪ সালে রাণীরবাজার বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক পদে

বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ জুলাই।। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে বুধবার রোগী কল্যাণ সমিতি অর্থাৎ আর কে এস এরএক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন,,মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বিমল কলই রোগী কল্যান সমিতির সদস্য কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ। এইদিনের আলোচনা সভায় হাসপাতালে উন্নয়নের স্বার্থে রোগীদের আরো ভালো ভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় সে বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিয়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পাশাপাশি বিগত দিনে সভায় কি কি প্রস্তাব নেওয়া হয় তা কতটুকু কার্যকর হয়েছে তার উপর আলোকপাত করা হয়। বিগত সভায় আর একটি এনালাইজার মেসিনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা এসেছে, ডাক্তারের সমস্যা ডাক্তারের প্রয়োজন, হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিধান সভায় বিধায়ক স্বাস্যমন্ত্রির তথা মূখ্যমন্ত্রির দৃষ্টিতে তিনি নিয়েছেন, ইতিমধ্যে এনালাইজার মেশিন এসেছে, এসি মেশিনের চেংসন এসেছে, কিন্তু ডাক্তার আসেনি , ইমারজেন্সি ও বহির্বিভাগে সব সময় দুজন ডাক্তার থাকতে হবে সভায় সকলের দাবি।বর্তমানে বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র সাতজন যা দিয়ে এত বড় হাসপাতালে পরিষেবা দেওয় খুবই কষ্টকর,হাসপাতালে চুরি বন্দ্বে সিসি ক্যামেরা বৃদ্ধি করা হাসপাতালে টহলদারির ব্যাবসা আরো বৃদ্ধি করার জন্য আলোচনা হয় সভায়। এছাড়া নতুন বিল্ডিং এ বিদ্যুৎ, জলের কানেকশন, সপ্তাহে অন্তত দুদিন আবর্জনা পরিস্কার করা সহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে এ দিনের রোগী কল্যান সভায় আলোচনা হয়।

রাস্তার মাথা ও উত্তম ভক্ত চৌমুহনীতে প্লাস্টিক, তামাকজাত দ্রব্য ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুলাই।। বুধবার বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন ও জেলা টোবাকো কন্টোল সেল যৌথ উদ্যোগে কমলাসাগর বিধানসভার রাস্তার মাথা ও উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় প্লাস্টিক, তামাকজাত দ্রব্য ও মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিসের তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।এর আগেও প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঐসব দোকানে তল্লাশি চালিয়ে দোকান মালিক দের সতর্কবার্তা দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী প্রশাসন কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, তামাকজাত দ্রব্য ও মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস বিক্রি করে যাচ্ছিল। বুধবার প্রশাসনের অভিযান চলাকালে সাতটি দোকান থেকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ,তামাকজাত দ্রব্য ও মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস পাওয়া যায়।এই দোকান গুলোকে প্রশাসনের তরফ থেকে আর্থিক জরিমানা করা হয়।প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের জন্য একহাজার টাকা, তামাকজাত দ্রব্য ও মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিসের জন্য দুইশো টাকা করে জরিমানা করা হয়। বুধবার এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিক গণ। প্রশাসনের এমন অভিযানে খুবই খুশি ক্রেতা সহ স্থানীয় জনগণ।

খুব শীঘ্রই উইকেন্ড ট্যুরিস্ট হাবের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে : পর্যটন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। খুব শীঘ্রই সাপ্তাহিক পর্যটক কেন্দ্রের (উইকেন্ড ট্যুরিস্ট হাব) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে। আজ বিকেলে সচিবালয়ে এক উচ্চস্তরীয় বৈঠকের পর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন সুশান্ত বলেন, আজ উইকেন্ড ট্যুরিস্ট হাবের সাথে সম্পর্কিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।তাঁর কথায়, রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের পর্যটক সহ সর্বসাধারণের সপ্তাহান্তে সপরিবারে অবকাশকালীন সময় উপভোগের জন্য মূলত সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংসদের বাইরে কাকের ঠোক্কর রাঘব চড্ডাকে, টুইটে কটাক্ষ বিজেপি নেতার

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : সংসদে কাকের হামলার শিকার আপ নেতা রাঘব চাড্ডা। বুধবার সংসদ ভবনের বাইরে পা রাখতেই রাঘবের মাথায় ঠোক্কর মারে একটি কাক। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি। যা নিয়ে রাঘবকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতার টুইট, 'ঝুট বলে কাউয়া কাটে'।

সংসদে বাদল অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন রাঘব। এদিন যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা গিয়েছে, সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন তিনি। সেই সময় একটি কাক রাঘবের মাথার খুব কাছে উড় আসে। পরে সেটি আপ নেতার মাথায় ঠোক্কোর মারে। কাকের উড়ে আসা থেকে ঠোক্কর মেরে উড়ে যাওয়া পর্যন্ত তিন মুহূর্তের ছবির কোলাজ টুইট করেছে দিল্লি বিজেপি।☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কনাদ মোদকের লিভার ট্র্যান্সপ্ল্যান্টে ও তুষার সিংহরায়ের আইআইটি বোম্বেতে পড়ার জন্য সহায়তা করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রীর সাপ্তাহিক জনসংযোগ কর্মসূচি 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'র ১৪তম পর্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন পেশার মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মানুষ মূলত চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের সমস্যার কথা শুনে তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

আগরতলা ধলেশ্বরের বাসিন্দা আশিস কুমার মোদক লিভার সংক্রান্ত গুরুতর অসুখে আক্রান্ত তার ছেলে কনাদ মোদকের চিকিৎসায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। কনাদ মোদক পেশায় একজন সাংবাদিক। বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকগণ শীঘ্রই কনাদের লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কনাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি জেনে সাথে সাথে সচিব ড় পি কে চক্রবর্তীকে কনাদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

উত্তর চড়িলামের বাসিন্দা দিলীপ চৌধুরী থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত তার ১২ বছরের ছেলে দীপজিৎ চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য সহায়তার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। উদয়পুরের বাসিন্দা দীপঙ্কর শুর ক্যান্সারে আক্রান্ত তার ১৩ বছরের ছেলে রাজদ্বীপ শুরের চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দীপজিৎ ও রাজদ্বীপের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে তাদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।

খোয়াইয়ের বাসিন্দা সুনীতি দাস আজ তার স্বামীর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন। সুনীতি দেবীর স্বামী বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। আর্থিক অনটনের কারণে সুনীতি দেবী তার স্বামীর চিকিৎসা ঠিকমত করতে পারছেন না। সুনীতি দেবী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার এই অক্ষমতার কথা তুলে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। চম্পকনগরের বাসিন্দা নমিতা রাণী দাস তার মেয়ে রুপিকা দাসকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। রুপিকা কথা বলতে পারেন না এবং কানেও শুনেন না। নমিতা দেবীর স্বামী পেশায় একজন দিনমজুর। তার পক্ষে মেয়ে রুপিকার চিকিৎসা খরচ চালাতে সমস্যা হচ্ছে। নমিতা দেবীর এই সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা তুষার সিংহরায় তার মা-কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুলাই।। বুধবার বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে হরিশনগর জে.বি. স্কুলে এক প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। সরকারি সুযোগ-সুবিধা জনগণের কাছে সহজ উপায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই শিবিরের আয়োজন।হরিশনগর এলাকার চা শ্রমিকরা বেশিরভাগই নিজ কর্মজীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। হরিশনগর এলাকার চা-শ্রমিক ও পার্শবর্তী এলাকার জনগণদের সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে যে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস এর দরকার। এই ডকুমেন্টস গুলো পেতে যেন হরিশনগর চা শ্রমিক দের হয়রানির শিকার না হতে হয় তাই বিশালগড় মহকুমা শাসক এক শিবিরের মাধ্যমে চা শ্রমিক ও চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে ১৭৪ টি পিআরটিসি সার্টিফিকেট,২১ টি এসটি সার্টিফিকেট এবং ১১টি এসসি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।তার সাথে ১১টি রেশন কার্ডের নাম অন্তর্ভুক্তি ও ৩৭টি আধার কার্ড করানো হয়েছে। এছাড়া বুধবার প্রশাসনিক শিবিরে গিয়ে মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস জানতে পারেন যে, হরিশনগর চা-বাগানের তিনটি শ্রমিক পরিবারের রেশন কার্ড নেই এবং এক পরিবার পিজি রেশন কার্ডের খুব প্রয়োজন। এই কথা শুনে মহকুমা শাসক সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে ঐ সকল পরিবারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন এবং বিকেল পাঁচটার মধ্যে ঐ পরিবারগুলির মধ্যে পিজি রেশন কার্ড তুলে দেওয়া হয়। মহকুমা শাসকের নির্দেশ মতো বুধবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে উত্তরা তাঁতি, সঞ্জিত তাঁতি, ননি গোয়ালা এবং উত্তম তাঁতি নামে চারজন চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের হাতে পিজি রেশন কার্ড প্রদান করা হয়। মহকুমা প্রশাসনের এমন উদ্যোগে হরিশনগর এলাকার চা শ্রমিক সহ এলাকার সাধারণ মানুষ খুবই খুশি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।